A publication of the Global Alumni Association of Bengal Engineering and Science University, Shibpur

In This Issue...

	1
End Of An Era	1
To Sir With Love	2
আমাদের মাষ্টারমশাই	3
শঙ্কর সেন	3
Reminiscing By A Backbencher Of His Last Batch	5
Remembering Prof Sankar Sen	7
Salute To You My Dearest Sir	8
ডক্টর শঙ্কর কুমার সেন	8
শঙ্কর জেঠু	12
A Student's Tribute	13
Dr. Sen's letter to the 1982 batch for their Re-union which he was unable to attend...	13
Sorrow That Smiles	14
Dr. Sankar Sen – Babai	15
From The Press	15
Dr. Sankar Sen – In Remembrance	16
A Personal Eulogy For My Teacher – Prof Sankar Sen	16
Guidelines for publishing articles in Alumni Link	18

Alumni Link | Editorial Team

Sandeep Chatterjee | 98 ME

Editorial

End Of An Era

With deep regret, we mourn the death of Prof. Dr. Sankar Sen. Dr Sen is known to the Engineering fraternity, as "Sir", was a pioneer in many areas of Electrical engineering, was author of the famous Electrical Machines book, which was a Bible to all of us, and nurtured thousands of talents in B.E. College (now IIEST) and Jadavpur University as professor, Head of the department, Mentor and guide. He was a respected Minister in the Government of West Bengal for a significant period, and most importantly was an inspirational legendary personality.

Dr Sen has impacted so many lives and hence reams of paper will not be enough to do justice to his contribution to humanity.

This is our humble attempt to pay our tribute to the doyen of mankind!

This is the first volume of the compilation and we intend to publish the second volume at a later point of time.

We hope you will enjoy reading this edition!

To Sir With Love

Ajay Debnath | 1970 EE

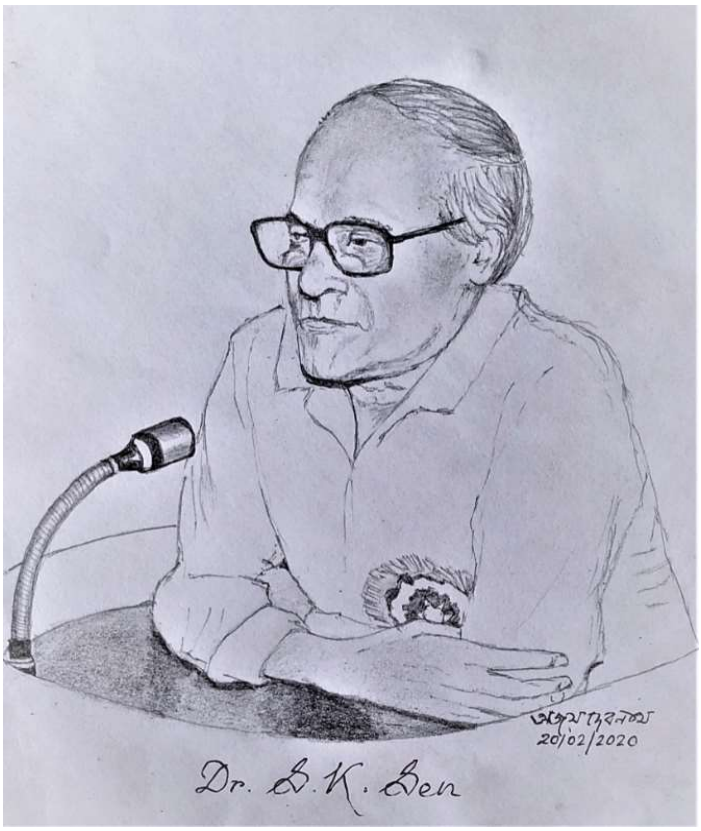

Sketch by Ajay Debnath

স্যার আমাদের কলেজে সবাই ছিলেন কিন্তু স্যার বলতে আমরা একজনকেই বুঝতাম; তিনি ডঃ শংকর কুমার সেন। আমরা যখন কলেজে পড়তাম মানে ১৯৬৫-১৯৭০ সালে,তখন উনি ছিলেন ইলেক্ট্রিকাল স্ট্রিমের 'হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট'। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই পড়াশুনা করার সুবাদে এই অসাধারণ ক্যাম্পাস যুক্ত বি ই কলেজে (এখন যা বেসু হয়ে আই আই ই এস টি) পড়তে এসেছিলাম।

পড়াশুনায় খুব একটা ভাল ছেলে ছিলাম এ কথা আমার পরম মিত্র ও বলতে পারবে না; তাই প্রথম চার/পাঁচটা বেঞ্চ বাদ দিয়েই ক্লাসে বসতাম। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল স্যারের ক্লাসে; সেখানে আগে ভাগে গিয়ে সেকেন্ড বেঞ্চ মোটামুটি বাঁধা ছিল। কারণ একটাই.....স্যার এত সুন্দর পড়াতেন এবং নোট দিতেন ও সেগুলি লেখার/আঁকার সময় দিতেন যে আমাদের বই কনসাল্ট করার দরকার হয়নি। মাফ করতে হবে কারণ এই 'আমাদের' মধ্যে প্রথম সারির সহপাঠীদের কথা অন্তর্ভুক্ত নয়। ওনার পড়ান 'রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড' আজও চোখের সামনে ভাসে.....হ্যাঁ, এই পঞ্চাশ বছর পরেও।

ক্লাসের বাইরে ওনাকে দেখলে একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় বা সমীহ মনের মধ্যে অগোচরেই বাসা বাঁধত। সব সময়ে চেষ্টা থাকত ওনাকে এড়িয়ে যাবার। সেটা সম্ভব হল না ফিফথ ইয়ারে উঠে। না, না ক্লাসের মধ্যে না....এক অন্য ব্যাপারে। ইলেক্ট্রিকাল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ইলেকশন হবে....তখন রাজনৈতিক চেতনা অল্প স্বল্প উঁকি ঝুঁকি মারছে কলেজের ক্যামপাসে। কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? আমি আমার জিম আর ওভাল নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ভাগ্য সহায়তা দিল না। কিছু তথাকথিত প্রগতিশীল বন্ধুরা এসে আমাকে ধরল যে প্রেসিডেন্ট পদে আমাকেই দাঁড়াতে হবে.....আমি তো হতবাক.....সেই বেঁড়ে ব্যাটাকেই ধরলি !! ওরা যুক্তি দিল যে যার বিপরীতে আমি দাঁড়াচ্ছি সে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং আমি ছাড়া তাকে কেউ হারাতে পারবে না। আমি তখন যুক্তি দিলাম যে স্যার যখন তখন ডাকতে পারেন.....আমি ওনাকে ফেস করতে পারব না। ওরা নাছোড়বান্দা; নিশ্চয়তা দিল যে সেক্রেটারি হবে সে সব সামলে নেবে আর স্যার কখনই প্রেসিডেন্টকে একা ডাকবেন না।

ইলেকশনের পর জিতে প্রথম আমরা নব নির্বাচিতরা দল বেঁধে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।পরিচয় অন্তে প্রেসিডেন্টরূপী আমাকে দেখে স্যার একটু মুচকি হাসলেন কিন্তু কোন প্রশ্ন করলেন না। মীটিং শেষ হলে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। স্যারের সাথে কলেজে আমার সেই প্রথম ও শেষ মুখোমুখি সাক্ষাৎকার।আমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট মানে যে রাবার স্ট্যাম্প সেটার সাথেও পরিচয় হল।

কলেজ থেকে পাস করে বেরোনোর পর চাকরির বাজারে চরম অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক আকাশে ধুন্ধুমার অস্থিরতা.....খুনোখুনী, ইত্যাদি। বাড়ির চাপাচাপিতে পঃ বঙ্গ ছাড়তে হল। আসামের নামরূপে চাকরী পেলাম কিন্তু ১৯৭২ সালে বঙ্গাল খেদাও আক্রমণে আবার পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম কোন নতুন চাকরির যোগাড় না করেই। কয়েকদিন বসে থাকার পর হঠাৎ একদিন বি ই কলেজের চিঠি পেলাম .....স্যারের চিঠি। ডিয়ার অজয় বলে সম্বোধন করে এক জায়গার চাকরীর সন্ধান দিলেন যেখানে দুবছর চাকরি করেছিলাম। কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন আমি আসাম থেকে বিতাড়িত সেটা আমার কাছে এখনো মহাবিস্ময় আর এই দরদী ছাত্রমর্মিতার নিদর্শন আমার কাছে পরম সম্পদ হয়ে রইল।

এরপর স্যারের সঙ্গে দেখা হল ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজ ক্যাম্পাসে। কিছুদিন আগেই রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর পদ হেলায় ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। আমাদের সাথে অবাধ মেলামেশা করলেন; যেখানে আমরা ওনার ক্লাস করেছি সেখানে অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ ও করেছেন। আমার স্ত্রী তো মহা আপ্লুত ওনার হাত থেকে পুরষ্কার গ্রহণ করে। এত নাম শুনেছে অথচ তাঁর কোন অহংকার নেই এবং তাঁকে এত কাছ থেকে দেখতে পাওয়া !!

স্যারের সাথে আমার এর পরের বা শেষ সাক্ষাৎকার বছর ছয়েক আগে হবে। স্বপন বসু (১৯৭৯ ই টি সি) আর আমি মিলে একটা টেকনিক্যাল বই লিখি পাওয়ার প্লান্ট ইন্সট্রুমেন্টেশনের ওপর। প্রকাশক 'এলসেভিয়ার' বায়না ধরল একজন এমিনেন্ট ব্যক্তিত্ব চাই মুখবন্ধঃ(?) (forewords) লিখে দেওয়ার।। জন্য। বিষয় যদি পাওয়ার প্লান্ট হয় তাহলে ডঃ শঙ্কর কুমার সেনের থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি ওই মূহুর্তে ভারতে আর কে ছিলেন? কোন দ্বিধা ছিল না; কিন্তু স্যারের কাছে পৌছব কি করে? অবশেষে মনে পড়ল অভিজিৎ সেনের কথা। আমাদের ব্যাচের আর্কিটেকচারের বন্ধু।কলেজে ভালই দহরম মহরম ছিল আর ওর ফোন নং ও আমার কাছে ছিল তাই যোগাযোগ করতে অসুবিধা হল না। ওনার গল্ফ গ্রীনের বাড়িতে দেখা করে বলতেই স্যার রাজি হলেন। খুব কষ্ট হচ্ছিল যে ওনার সেই দৃপ্ত ভঙ্গির হাঁটাচলার ওপর প্রকৃতি ভয়ংকর থাবা বসিয়েছে দেখে। কিন্তু স্যারের মস্তিষ্ক দেখেছিলাম একই রকমের সতেজ ছিল। আমায় যদিও চিনতে পারেননি; সেটা সম্ভব ও নয় কারণ এত দিন পরে আমার মত ছাত্র হিসাবে নগন্য মাঠে ঘাটের লোককে ওনার চেনার কথাও নয়, কিন্তু শুধু ওনার ছাত্র বলেই আমাদের এই অসামান্য প্রাপ্তিতে যে আনন্দ আমরা পেয়েছিলাম তার তুলনা হয় না। এর কিছুদিন পরে অভিজিৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায় ; ওর প্রতিআমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। গত ২৫শে জানুয়ারী আমাদের ১৯৭০ ব্যাচের পাস করার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম স্যারকে আমাদের অনু

ষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে রাজি করানোর। ফোনে স্যারের মেয়ের থেকে জানতে পারলাম উনি নিজেই কোথায় ও যেতে চাননা, কানে ভাল শুনতে পাননা। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল; খুব আশা করেছিলাম ওনাকে আমাদের মধ্যে পাব.....আমাদের ও তো বয়স হচ্ছে, এক এক করে আমাদের ব্যাচেরও অনেকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু উনি নিজেই যে আর কয়েকদিন পরেই আমাদের ছেড়ে যাবেন কে জানত? একজন কৃতি ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ প্রশাসক, অসামান্য শিক্ষক, দৃঢ় ও ঋজু শিরদাঁড়া ওয়ালা মানুষ সর্বোপরি একজন ভাল কাছের জনকে হারিয়ে আমরা ভাল নেই.....আমরা মোটেই ভাল নেই। স্যার যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন.....আর অবিচারের শিকার হবেন না, রোগভোগ আপনাকে কষ্ট দেবে না কিন্তু আপনি বেঁচে থাকবেন আমাদের, আপনার অগনিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জীবনের আদর্শ হয়ে, ধ্রুবতারা হয়ে।

আমাদের মাষ্টারমশাই শঙ্কর সেন

Prof Achyut Ghosh | 1961 ME

Picture: Late Dr. Sankar Sen in New York around 1993 in a Congratulation Ceremony hosted by B E College Alumni Association, USA & Canada with Kumares Pathak (1969 MET) ,then General Secretary of BECAA

পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করার লোক, আমার জন্য, ক্রমাগত কমে আসছে। এমন নয় যে স্যার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে অনুমতি দিতেন। স্যারের গল্‌ফ গ্রীনের তিন তলার ফ্ল্যাটের বসার ঘরের দেওয়ালে রামকৃষ্ণ দেব এবং সারদা মায়ের ছবি টাঙানো থাকতো, স্যারকে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে গেলে ছবি দুটি দেখিয়ে বলতেন যে, ওঁনাদের সামনে আর কাউকে প্রণাম করতে নেই। আমার মনের মধ্যে স্যারের মত একজন মহীরুহ-এর যে ছবি আছে তা সম্পূর্ণ চিত্রিত করার ক্ষমতা আমার নেই, আমি কতগুলি ছোট ছোট ছবি আঁকার চেষ্টা করছি মাত্র।

আমি মেকানিক্যাল বিভাগের ছাত্র আর স্যার ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক। কিন্তু এতে স্যারের ভালবাসার কোন কমতি ছিল না। যে কোন বিভাগই হোক না কেন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ইলেক্ট্রিক্যাল ল্যাব করতেই হত। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি তৎকালীন শিবপুর বি ই কলেজের মাষ্টারমশাই-দের মধ্যে স্যারের প্রতি বেশীর ভাগ ছাত্রেরই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল।

আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্র কলেজে মডেলিং করতাম। কলেজের যন্ত্রশালা (মেসিন শপ) সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে যেত। আমরা কাজ করব কখন? আমাদের অবস্থা বুঝে, স্যার ইলেক্ট্রিক্যাল ল্যাবের পেছন দিকে, পড়ে থাকা একটি শেড পুনর্নবীকরণ করে- একটি ছোট লেদ ও একটি গ্রাইন্ডিং মেসিন বসিয়ে এবং 415 ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক শক্তির জোগান দিয়ে দিলেন। শেডর গেটের চাবি আমাদের হাতে। আমরা মনের আনন্দে রাত্রি 10/12 টা অবধি মডেলিং-এর কাজ করতে লাগলাম।

কলেজে কত স্মৃতি তার শেষ নেই। এরপর আসি, কলেজ থেকে বেরোবার পরের কথায়। কলেজের চারজন মিলে একটি ব্যবসা শুরু করেছিলাম। একটি ক্রেনের মতন ডিজাইন ছিল, যেখানে ভরটি নামবার সময়, ভরটির উপর মাধ্যাকর্ষণ-এর প্রভাবে বৈদ্যুতিক মোটরটির ঘূর্ণন বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। ভরটি নামবার সময় বৈদ্যুতিক মোটরটির গুণগত ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ ছিল। স্যার কলেজের ইলেক্ট্রিক্যাল ল্যাবে একটি 20 আর একটি 10 অশ্বশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর যান্ত্রিকভাবে যুক্ত করে, চালিয়ে গুণগত ব্যবহারটি হাতে কলমে বুঝিয়ে দিলেন।

কলেজে মেকানিক্যাল বিভাগে পড়াতে যেতাম। স্যার বলতেন তুমি তুতুনকে আর বাচ্চা দুটোকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। আমি দ্বিতীয়ার্ধে কলেজে পড়াতে যেতাম আর আমার স্ত্রী তুতুন

আর বাচ্চা দুটো স্যারের কোয়ার্টারে বৌদির কাছে থাকত। সন্ধেবেলায় সকলে মিলে বৌদির হাতে লুচি তরকারি খেয়ে বাড়ি ফেরা। স্যার যে শুধু আমার জন্য এরকম করতেন তা নয়, সকল ছাত্রের জন্যই স্যারের ভালবাসা উন্মুক্ত ছিল। আর বৌদি একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। আমাদের মায়ের মতন স্নেহ করতেন। স্যার আর বৌদির ব্যবহার ছিল আগেকার দিনের আশ্রমের গুরু ও গুরুপত্নীর মতন।

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এসসি (ISc)-তে ভর্তি হই 1955 সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজে দুটি লাইব্রেরি ছিল। কলা বিভাগের লাইব্রেরিটি ছিল প্রধান বাড়ির একতলায় বামদিকে। আর বিজ্ঞান বিভাগের লাইব্রেরিটি ছিল 'বেকার ল্যাবরেটরি' বাড়ির দুইতলায়। বিজ্ঞান বিভাগের লাইব্রেরিতে 'সাইন্টিফিক আমেরিকান' মাসিক পত্রিকাটি আসত। আমি মাগ্যাজিনটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাই। বি ই কলেজের লাইব্রেরিতেও 'সাইন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকাটি আসত। তখনকার দিনে 'সাইন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকাটির সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যাটিতে কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে 10/12 টি প্রবন্ধ ছাপা হত। সবাই জানেন যে এই পত্রিকাটি বিষয় অনুযায়ী গ্রাফিক্স বা চিত্রণে অদ্বিতীয়। ১৯৭৭ সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যাটিতে সি পি ইউ (CPU –সেন্ট্রাল প্রোসেসিং ইউনিট) - 4004, 8008 ইত্যাদির অসাধারণ সব বিস্ফারিত (ম্যাগ্নিফায়েড) ছবি ছিল।

শুনেছিলাম স্যার ইউ জি সি (UGC – ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন) থেকে অর্থ আনার চেষ্টা করছেন কলেজে নূতন কমপিউটার শাখা খোলার জন্য। 'নিকন এফ2' ক্যামেরায় ক্লোজ আপ লেন্স লাগিয়ে আমি কোডাক ডায়া-পসিটিভ ফিল্মে প্রায় 180 টি 35 মিমি স্লাইড তুলে স্যারকে দি। পরের বার দেখা হতেই স্যারের আনন্দ দেখার মত। অচ্যুত, তোমার তোলা স্লাইডগুলি দিয়ে ইউ জি সি-তে একটি বক্তৃতা দিলাম, ইউ জি সি থেকে অনুদান পেয়ে যাব। কলেজে কমপিউটার শাখা চালু হয়ে যাবার অনেক পরে একদিন দেখা হতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন – ভাবছি কমপিউটার ডিপার্টমেন্টের ঢোকার দরজার মাথায় তোমার একটা ছবি টাঙিয়ে রাখব।

স্যার একবার পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্টর-এর চেয়ারম্যান হয়েছেন। কোন একটি ব্যাপারে কলেজে স্যারের কোয়ার্টারে গেছি। কোন কিছু বলবার আগেই বললেন জয়েন্ট নিয়ে কোন কথা হবে না। মেটকো কম্প্যানির কারখানা গঙ্গানগরে। কারখানা-র কাছেই আমি আর তুতুন একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, একতলায় অফিস, দোতলায় থাকা। সঙ্গে অনেকটা মাঠ, যে বাড়িটিতে আমরা ছেড়ে দেওয়ার পর 'জুলিয়েন ডে স্কুল' হয়েছে। 1966 সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কোন এক শীতের ছুটির দিন গঙ্গানগরে স্যার গেছেন পিকনিক করতে, সঙ্গে

আর বাচ্চা দুটো স্যারের কোয়ার্টারে বৌদির কাছে থাকত। সন্ধেবেলায় সকলে মিলে বৌদির হাতে লুচি তরকারি খেয়ে বাড়ি ফেরা। স্যার যে শুধু আমার জন্য এরকম করতেন তা নয়, সকল ছাত্রের জন্যই স্যারের ভালবাসা উন্মুক্ত ছিল। আর বৌদি একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। আমাদের মায়ের মতন স্নেহ করতেন। স্যার আর বৌদির ব্যবহার ছিল আগেকার দিনের আশ্রমের গুরু ও গুরুপত্নীর মতন।

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এসসি (ISc)-তে ভর্তি হই 1955 সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজে দুটি লাইব্রেরি ছিল। কলা বিভাগের লাইব্রেরিটি ছিল প্রধান বাড়ির একতলায় বামদিকে। আর বিজ্ঞান বিভাগের লাইব্রেরিটি ছিল 'বেকার ল্যাবরেটরি' বাড়ির দুইতলায়। বিজ্ঞান বিভাগের লাইব্রেরিতে 'সাইন্টিফিক আমেরিকান' মাসিক পত্রিকাটি আসত। আমি মাগ্যাজিনটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাই। বি ই কলেজের লাইব্রেরিতেও 'সাইন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকাটি আসত। তখনকার দিনে 'সাইন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকাটির সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যাটিতে কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে 10/12 টি প্রবন্ধ ছাপা হত। সবাই জানেন যে এই পত্রিকাটি বিষয় অনুযায়ী গ্রাফিক্স বা চিত্রণে অদ্বিতীয়। ১৯৭৭ সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যাটিতে সি পি ইউ (CPU –সেন্ট্রাল প্রোসেশিং ইউনিট) - 4004, 8008 ইত্যাদির অসাধারণ সব বিস্ফারিত (ম্যাগ্নিফায়েড) ছবি ছিল।

শুনেছিলাম স্যার ইউ জি সি (UGC – ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন) থেকে অর্থ আনার চেষ্টা করছেন কলেজে নূতন কমপিউটার শাখা খোলার জন্য। 'নিকন এফ2' ক্যামেরায় ক্লোজ আপ লেন্স লাগিয়ে আমি কোডাক ডায়া-পসিটিভ ফিল্মে প্রায় 180 টি 35 মিমি স্লাইড তুলে স্যারকে দি। পরের বার দেখা হতেই স্যারের আনন্দ দেখার মত। অচ্যুত, তোমার তোলা স্লাইডগুলি দিয়ে ইউ জি সি-তে একটি বক্তৃতা দিলাম, ইউ জি সি থেকে অনুদান পেয়ে যাব। কলেজে কমপিউটার শাখা চালু হয়ে যাবার অনেক পরে একদিন দেখা হতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন – ভাবছি কমপিউটার ডিপার্টমেন্টের ঢোকার দরজার মাথায় তোমার একটা ছবি টাঙিয়ে রাখব।

স্যার একবার পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্টর-এর চেয়ারম্যান হয়েছেন। কোন একটি ব্যাপারে কলেজে স্যারের কোয়ার্টারে গেছি। কোন কিছু বলবার আগেই বললেন জয়েন্ট নিয়ে কোন কথা হবে না। মেটকো কম্প্যানির কারখানা গঙ্গানগরে। কারখানা-র কাছেই আমি আর তুতুন একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, একতলায় অফিস, দোতলায় থাকা। সঙ্গে অনেকটা মাঠ, যে বাড়িটিতে আমরা ছেড়ে দেওয়ার পর 'জুলিয়েন ডে স্কুল' হয়েছে। 1966 সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কোন এক শীতের ছুটির দিন গঙ্গানগরে স্যার গেছেন পিকনিক করতে, সঙ্গে

ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ বর্ষের 30/35 জন ছাত্র। সারাদিন বাড়ির সামনের দিকে মাঠে খাওয়া-দাওয়া, গান ইত্যাদি কত রকম হৈ হৈ হল।

স্যার পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী হয়ে যে অসহ্য লোডশেডিং-এর সমাধান করেছিলেন, তা ভারতবর্ষের যেখানেই যাই, এ বিষয়ে কথা উঠলেই লোকে স্মরণ করে। এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই স্যার হাসতে হাসতে বলতেন, দেখ এটা আমার কাছে খুব সোজা কাজ, যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রেই যাই, সকলেই তো আমার ছাত্র। যা বলি মন দিয়ে শোনে আর সেইমত কাজ হয়। আমিও ওদের কথা মন দিয়ে শুনি, আর সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করি।

স্যার যাদবপুরের ভিসি হলেন। মোদ্দা কথা স্যার ছাত্রদের খুব ভালবাসতেন। ভিসি হয়েও স্যার ক্লাস নিতেন। মাঝে মাঝেই কলেজ ঘুরে ঘুরে যে ঘরে ক্লাস হচ্ছে সে ঘরে ঢুকে যেতেন। কলেজ শুরুর সময় ঘুরে ফিরে নানান ডিপার্টমেন্টের টিচার্স রুমে যেতেন। আমি একবার কোন একটা ব্যাপারে ভাইস- চ্যান্সেলরের ঘরে গেছি। যাদবপুরে ভিসি-র ঘরের কাঠের দরজা ছাড়াও, সামনে দুই দফা কোলাপ্সিবিল গেট আছে। স্যার কোলাপ্সিবিল গেটগুলি দেখিয়ে বলেছিলেন, এই গেটগুলি আমাকে কখনো বন্ধ করবার নির্দেশ দিতে হয় নি। স্যার প্রোফেঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যকে খুব ভালবাসতেন।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভিসি হওয়ার সময় স্যার গল্‌ফ গ্রীনের তিন তলার একটি ছোট ফ্ল্যাট - দুটি শোওয়ার ঘর, বসার ঘর আর রান্না ঘর-ওলা ফ্ল্যাট কেনেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী হওয়ার পরও স্যার বৌদিকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটেই থাকতেন। স্যারের দুই মেয়ে- বড় অনুরাধা বিয়ে হওয়ার পর থেকে কানাডা-য় থাকে; ছোট মেয়ে অনসূয়া বিয়ে পর দিল্লিতে। গল্‌ফ গ্রীনের ফ্ল্যাটে থাকতে থাকতে বৌদি মস্তিষ্কের কর্কট রোগে মারা যান। বৌদি মারা যাবার পর ছোট মেয়ে অনসূয়া তার পুত্র সহ স্যারকে দেখভাল করবার জন্য গল্‌ফ গ্রীনের ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেন।

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি-র সল্টলেক ক্যাম্পাসে কন্সট্রাকশান্ ডিপার্টমেন্ট শুরু হবে। স্যার আমাকে ডেকে বললেন তোমাকে কন্সট্রাকশান্ ডিপার্টমেন্ট-এর ভার নিতে হবে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। স্যারকে বোঝালাম যে আমি যত না অ্যাকাদেমিসিয়ান তার চেয়ে বেশি ডিজাইনার ও কারখানার লোক। স্যার বললেন ঠিক আছে, তবে তোমাকে কয়েকটি বিষয় পড়াতে হবে। আমি রাজি। মাননীয় রাজ্যপাল তথাগত রায় পারিবারিক কারণে রেলের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে প্রকৌশল সালিসি শুরু করেছেন। প্রোফেঃ

তথাগত রায় বিভাগীয় প্রধান, প্রোফেঃ শুভজিৎ সরস্বতী এবং যতদূর মনে পড়ে প্রোফেঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস ও আমি ভিসিটিং; এই নিয়ে শুরু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি-র সল্টলেক ক্যাম্পাসে কন্সট্রাকশান্ টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, আজ থেকে 27/28 বছর আগে। ডিপার্টমেন্ট শুরু হওয়ার 10/12 বছর বাদে নাম পাল্টে করা হল কন্সট্রাকশান্ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। আজকে এত বছর বাদেও স্যারের আদেশ মত আমি কন্সট্রাকশান্ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গ যুক্ত আছি।

স্যার মনে মনে হয়তো রেভুলিউশনারি সোসালিষ্ট পার্টি-র তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তবে তার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। দল ও মত নির্বিশেষে সবাই স্যারকে শ্রদ্ধা করতেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করার মত। বি ই কলেজ এক্স স্টুডেন্টস' ক্লাব বিধান নগরে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম স্যারের ৯০ বছরে পড়াটা আমরা উদ্‌যাপন করব। স্যারের সুবিধামত কোন একটা ছুটির দিন স্যারকে বিধান নগরে ক্লাবের বাড়িতে নিয়ে আসবো, দুপুরে সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া হবে, আনন্দ করা হবে। মাননীয় রাজ্যপাল তথাগত রায় খবর পেয়ে ত্রিপুরা থেকে ফোন করে আমাকে জানালো যে দিনটা যবেই হোক, ওকে যানো জানানো হয়। ও ত্রিপুরা থেকে এসে যোগ দেবে।

সমস্যা হল অন্য জায়গায়। বন্ধুবর লেখক শ্রী শ্যামল ধরকে (অতীন্দ্রিয় পাঠক) নিয়ে গেছি স্যারের গল্‌ফ গ্রীনের বাড়িতে, স্যারকে আমন্ত্রণ জানাতে। স্যার কিছুতেই রাজি নয়। স্যার আরও বললেন যে ওঁনার বয়স 89, 90 নয়, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় ভুল করে একবছর বাড়িয়ে লেখা হয়েছে। শেষ কালে উপান্তর না পেয়ে ছোট মেয়ে অনসূয়াকে (মুন্নি) ধরলাম, মুন্নি তুই রাজি করা। মুন্নি আমাদের আলোচনার সময় বসবার ঘরে উপস্থিত ছিল। মুন্নি আমাদের আস্বস্ত করলো। তোমরা চলে যাও। সেদিন আমি ঠিক বাবাকে তোমাদের গাড়িতে তুলে দেব এবং আমিও সঙ্গে যাব। মুন্নি তার কথা রেখেছিল। ক্লাবে অসাধারণ উৎসব পালন করা হয়েছিল। তথাগত ছাড়াও খবর পেয়ে আরো অনেক অনেক প্রাক্তন ছাত্ররা এসেছিলেন।

মন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই নিয়ে অথবা মন্ত্রীত্ব কেন ছাড়লেন ইত্যাদি নিয়ে স্যার কোন কথা বলতেন না। প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন- এটি মন্ত্রগুপ্তির ব্যাপার, আমি কোন কথা বলব না। মেটকো কম্প্যানির চারজনের মধ্যে 1996 সালে সমস্যার উদয় হয়েছিল। স্যার তাঁর শ্যালক শ্রীমান সঞ্জয় সেন মারফত খবর পেয়ে ফোন মারফৎ আমাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন আমি যেন তুতুনকে সঙ্গে নিয়ে যাই। স্যার বাকি তিনজনকেও একই সময়ে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। খানিকটা আলোচনার পর

সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজ থেকে পাস করার 35 বছর পরেও ছাত্রদের ওপর স্যারের এই রকম ভালোবাসা ছিল।

পদ্মশ্রী প্রোফেঃ অজয় রায় আই আই টি খড়্গপুর থেকে শিবপুর কলেজে যোগ দিয়েছিলেন বিকেলের দিকে। পরের দিন ভোরবেলা স্যার শিবপুর কলেজে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রোফেঃ অজয় রায়কে নিয়ে পুরো কলেজটি ঘুরে দেখিয়ে কোথায় কোথায় সমস্যা বুঝিয়েছিলেন। কলেজের প্রতি তাঁর এই অসীম ভালোবাসা ছিল। বলতেন আমার তিনটি মা – জন্মদাতা মা, শাশুড়ি মা ও শিবপুর কলেজ মা।

ধারণক্ষমতা (সাস্টেনেবিলিটি) নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমার তর্ক হতো। আমি হতাশ হয়ে বলতাম মনুষ্য জাতি ক্রমাগত প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। স্যার আমাকে আস্বস্ত করে বলতেন হতাশ হয়ো না, মনুষ্য জাতির উদ্ভাবনি শক্তির উপর বিশ্বাস রাখো।

পুনশ্চঃ এই লেখাটিতে আমার ও আমার স্ত্রী তুতুনের (সাধনা) প্রসঙ্গ যতবার এলে শোভন হত তার চেয়ে বেশিবার এসেছে। আসলে স্যারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ-এর সূত্র ধরেই তো এই ছোট ছোট ছবিগুলি উঠে এসেছে। আর লেখালেখিতে আমার এত মুনশিয়ানা নেই যে- যে ভাবেই ঘটুক না কেন নিজদের বাদ দিয়ে এই ছবিগুলি যথাযত আঁকতে পারবো। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অশীতিপর আমার স্মৃতিভ্রংশ জনিত অথবা উপলব্ধির ত্রুটি জনিত ভুলও হতে পারে, তার জন্যও আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

Reminiscing By A Backbencher Of His Last Batch

Arnab Chandra | 1986 EE

Picture: Professor Sankar Sen

Before bidding adieu to his alma mater Bengal Engineering College in early 1986 to join Jadavpur University as its Vice Chancellor, Dr. Sankar Kumar Sen (better known as SKS to the global community of his students) finished teaching us curriculum of Electrical Machines-III in our 4th and final academic year in same college. In fact quite a few of our other teachers of Electrical Engineering department were his students themselves.

As a proverbial backbencher, not only in his class, I will definitely not try venturing into eulogizing his achievements either as a student of this college (his record marks in the department will probably remain intact for ever) or as a minister (making West Bengal a power-surplus state from a deficit status). I will try to portray him as a teacher trying to imbibe an all pervasive sense of discipline to his students.

We got to experience his immaculate style of teaching surprisingly a bit early in our compulsorily residential college life, being a longtime Head of Department, he used to take upon himself responsibility of introducing, year after year, his fresh batch of students to nuances of electrical engineering by way of teaching a subject named Electrical Machines II, in 3rd and penultimate year, just after finishing first two years of learning mostly foundation subjects, common across all departments, and a few of specialized departmental ones.

All his classes used to be the first class of the day, weekly twice as I remember, i.e. staring from 8AM and thus greeted by the longest siren of the day from the pumping station of the college's iconic Clock Tower. He used to enter his class, last room on right side of the department's 1st floor corridor, straight from departmental HoD's chamber situated at middle of corridor on other side, never late by more than 5 seconds. He used to unfasten his wrist-watch as first thing after entering the class and no late-coming student was allowed to enter the class after that. Next thing he used to fill the blackboard silently and fully with the day's first set of teachings by his crisp chalk-writing, all with necessary diagrams, even the last lines of his board-writings used to be as uniform, straight and vivid as in a printed book. Then he used to explain those of his writings to us and make us understand them by heart. Again writing his next set of teachings of the day on the board, followed by his lucid elaboration upon them to us. We used to remain fully mesmerized during three or four such set of his teachings for the day, with very rare occasional rejoinders from our select front-benchers, through the entire period of 55 minutes of his class, by witnessing his unmatched grasp of the curricular subjects and his brisk yet confident personality as well. He used to end his classes by marking his students' attendance by calling the roll of only a few whom he thought might be absent for the day.

Even habitually lethargic backbenchers of class would not fancy missing those early morning classes purely for the reason of being able to internalize an appreciable part of core curricula of electrical engineering. When our half yearly examinations were nearing, our personal collections of class-notes on Electrical Machines would be no less than a concise text book incorporating specific chapters on the subject. Just a thorough reading of those class-notes supported by necessary minimal reference to his nationally famed book Rotating Electrical Machinery, used to ensure any individual student at least 70% marks in all written examinations on Electrical machines.

During eighties, at start of each academic session, to shift to a single-seater residential hall was compulsory for all final i.e. 4th year students, and few remaining seats in each of six single-seater halls of that time used to be allotted to interested students promoting to penultimate i.e. 3rd year based on the applicants' aggregate marks obtained in 1st year's final examinations. In 1984, a handful of us, inmates for two years of Hostel-8 (now AC Roy Hall), one of the nine multi-seater hostels of that time (multi-seater Hostel-13 was the lone Ladies Hostel till that session), could secure seats in Wolfenden Hall, situated on one edge of college's hallowed Oval playground. Within a few days of our staying there, we noticed that SKS accompanying his wife was one of regular morning-walkers, briskly strolling several rounds of that huge ground along the pathway marking its outer periphery. Observing those walkers for some more days, we inferred that on occasional days SKS's wife might not be able to accompany him, on some harsh and hostile mornings all of other walkers might desert him, and even being left totally alone in one of the early routines of his daily life, he would accomplish it unfazed day after day. I still remember, it was a chill winter morning, so engulfed in dense fog that visibility was absolutely poor, most probably some of us Woolfian's were awake at those wee hours to meet deadlines on that day of respective practical subjects. One amongst us just chanced a friendly bet that SKS would not be able to come out that morning. We all waited with watchful pair of eyes and of course with bated breath, doubting gang was on the verge of celebrating, when a tiny shadow appeared as if from oblivion and started moving closer and growing bigger. Unmistakably that person was SKS, evidently given away by those of his trademark rapid strides, urging Sun-god to forsake his laziness and come out forthright to initiate a fresh day on course to its new journey. We too immediately forgot our looming procrastination and regained our resolve to reach first class on time.

I will end this piece with a small tale of my own first experience of interaction with a position of authority. It was start of our last yearly lap for graduate degree. There were two options for our Elective-II in final year, Micro-processing and Protective Relay Systems, former technology being an emerging one at that time, most students wanted to choose that. So at onset of a new academic session, when publication of our final mark-sheets was still about a month and a half away, the subject was to be allotted to applicants based on their Viva Voce-I (Grand Viva) marks of 3rd year. On 2nd or 3rd day of new session, later two of our three classes of 2nd half got suspended for some reason. After a hurried lunch, I and my next room friend of Wolf went to see the movie Enter the Dragon at Globe cinema hall in Esplanade. At dinner table that night one of my co-boarding classmates informed that application for Elective-II subject was to be submitted previous day only before end of class-hours, which was advised in that 2nd half by a very short notice. Next morning I reached my department about half an hour early to submit my said application, hoping for a probable extension of its stiff deadline as final allotment was expected to take place around lunch-recess that day. After depositing my application into submission-box, I casually glanced through the nearby notice-board. To my utter dismay, final allotment list of even date was already put-up there. Even at that extremely upsetting moment, I could muster requisite courage to make one last try to request SKS for a most improbable reconsideration, conjuring a cooked up story though.

I entered my HoD's chamber without wasting much time showing a crestfallen face and with utmost quiver in my voice I tried to narrate as briefly as possible how my mother got a sudden indisposition previous morning and getting the news a bit late, why I had to rush to my home leaving last of our four pre-lunch break classes. After hearing my disparate pleading with patient nonchalance, SKS seemed to give me a fair chance by checking whether my marks in Grand Viva could ensure my entry into that list, recognizing me to be one of the backbenchers of his class. Then he sincerely advised me to take up my ensuing Project assignment on a suitable topic of Micro-processing, in case my displayed urge to know that subject was genuine and that way, I would be able to learn both of the subjects on offer for our Elective-II (that I could learn neither of them ultimately, is another story!). Lastly with a faint smile round his lips, which was very uncharacteristic of him, SKS informed me that it was time for me to attend our 1st class of the day. In that early morning, I exited from SKS's chamber gaining a palpable leap in my strides, sensing a pride of snatching triumph from the jaws of irrevocable defeat.

Since that day, so fortunate for me, whenever I have tried reminiscing that incident, I cannot but keep bowing time and again to SKS's rare truthfulness that he did not use my hapless situation to deny me invoking a false claim of my marks being insufficient for the purpose, might be it was a pleasant surprise for him too to know that backbenchers of his class were really not that bad students as he was used to thinking. Wherever you may be today, SKS you can surely have that immense satisfaction of being able to teach your

pervasive community of students beyond curricula of electrical engineering – concern for the future generation, a human value which is becoming rarer by the day.

(NB : I have consciously restricted use of "the" as a preposition, emulating SKS's personalised style of writing his teachings on the board)

Remembering Prof Sankar Sen

Tapobrata Sanyal | 1961 CE

Picture: Jayanta Sur Basab Mukherjee Sekhar Bhattacharya and Jhulan Basu were blessed by our Sir Dr. Sankar Sen ,when they met him on 5th September, 2019 at his residence.

Prof Sankar Sen was one of the most respected teachers of our time. He endeared himself to all those who came in contact with him by his imposing personality, affectionate and candid demeanor. My discipline of study in BE College (1957-61) being different from his, I did not venture to interact with him during that period. After years of my passing out, I had opportunity to come in contact with him on a number of occasions during my professional career. His affection to students irrespective of disciplines they belonged to was overwhelming.

I remember our first meeting at Haldia. I was then heading the River Training Cell of Calcutta Port Trust. The year was 1987-88. He came to the town as the Power Minister of the State. I was asked to show him round our activities centering Nayachar island, a huge land outcrop within the Hugli estuary opposite the docks. A massive 1.8 km long guide-wall made of granite was under construction at that time under my leadership from the bosom of the river. The river was 18 meter deep at that location. For the first time in India geo-mattresses made of polymeric geotextiles imported from Holland was used as the base of the wall on the mobile river bed. The technology was never tried in India before. Prof Sen enquired about the objective of the guide-wall and other relevant technical details. He was seemingly impressed on hearing my reply. After return from his site-visit he said- "your work should be brought to public focus. I will tell Mr X of Ananda Bazar Patrika to contact you." The gentleman however did not meet me. Anyway, I was humbled and moved by the way Prof Sen appreciated my work.

Later, during his visit he called me aside and said –"Look Tapobrata, I want to set up a wind farm at Haldia. Will Nayachar be the right place?" I said- "Sir, I don't have precise data about wind-speed there. But it can certainly be tried. I solicit your advice what I am supposed to do in the matter." He did not reply immediately.

After a few days he called me up and said- "A wind mill which was installed at Digha has given way. Can you install it at Nayachar?" I replied –" Sir, I will surely do it provided the wind mill is transported to Haldia." He said " OK. I will tell Gon Chaudhury to do that. He will contact you". (Gon Choudhury he referred to is Dr S P Gon Choudhury who later made his mark in the field of non-conventional energy).

The wind mill was transported from Digha and I arranged to install it at Nayachar close to the newly constructed Mangrove Interpretation Center building with the help of my colleagues so that the building and its surrounds could be lighted with wind-power. There was no other structure in the island which was at that time desolate and lonely grazed by buffaloes that used to swim across the river in herds from the eastern side.

Electrical matters were taken care of by Dr Gon Choudhury and his team after the stand-alone wind-mill was installed.. I think that was the first wind mill in the State.

After a few months I was called by Prof Sen at his office. He told me about huge waste fly-ash dumps lying unused in the factory precincts of Hindustan Fertilizer Corporation at Haldia which was then operational. He said that disposal of these waste fly-ash dumps in HFC was a problem. He asked me "Can we not make bricks with the fly-ash?" I replied –"Sir, surely it can be done. But economic viability needs be examined first given the fact of high transport cost of bricks to user-points from Haldia. The issue is also about availability of a suitable chunk of land for manufacture of bricks preferably on river-side as river-transport could be cheaper. The aspect of acceptability of fly-ash bricks over usual clay-bricks by people should also be considered." He said –"you have rightly

pointed out the issues. I will think over." His plan however did not see the light of the day. But it showed how Prof Sen was occupied with problems of varied nature, besides his usual busy responsibilities as the Power Minister of the State which was then reeling under acute power shortage. Prof Sen was hailed as a stalwart who could be the savior from the engulfing power crisis. He was invited by other states also as Adviser.

I met him informally after this interaction on a number of occasions when he asked about my personal well-being. I reciprocated by offering my respects to him. His affection and appreciative qualities will remain etched in my memory for ever. In his demise I feel to have lost a guardian and well-wisher.

Salute To You My Dearest Sir

Nirmal Kumar Chaturvedi | 1979 EE

Picture: During Dr Sen's Birthday Celebrations at B E College Ex Students Club Salt Lake in Mid December 2016

Deeply shocked to learn about the death of our beloved & most respected Professor Dr Sankar Kumar Sen!

He will be fondly remembered as a Great Teacher, Brilliant Engineer, Human Being, Mentor and a Role Model for generations to come. He was so knowledgeable and caring! Possessing a graceful personality, his biggest quality was that he remembered each student by name even after several years and greeted one and all with his unique smile.

May his soul Rest in Peace!!!

ডক্টর শঙ্কর কুমার সেন

Dhruba Jyoti Chakraborty | 1980 EE

Picture: Dr. Sankar Sen

(১)

ডক্টর শঙ্কর কুমার সেন পরলোকগমন করলেন।
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (বি.ই.কলেজ - আজকের IIEST) পার্শবর্তী বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষসম শিক্ষা জগতের একটি মহান জীবনের সমাপ্তি ঘটল বলা যায়।
শুধুমাত্র শিক্ষা জগতই বা কেন বলব, প্রশাসনিক জগৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ এবং সর্বোপরি একজন আপাদ মস্তক ভদ্রলোকের জীবনাবসান যেন এক জ্যোতিষ্কের পতন হিসেবে বিবেচিত হবে।

বি.ই.কলেজ পঠন-পাঠন কালে ওনার সংস্পর্শে এসেছি।
তখন পঞ্চমবর্ষিয় ইন্জিনিয়ারিং কোর্স ছিল। আমরা বোধহয় তৃতীয় বর্ষ থেকে ওনাকে আমাদের শিক্ষক হিসেবে পাই।
ইলেক্ট্রিকাল মেশিনস পড়াতেন।
নমস্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সিনিয়রদের কাছে শুনেছিলাম ওনার কথা।
তবে দ্বিতীয় বর্ষে আমার এক প্রিয় সহপাঠী এবং সহপাঠিনি ওনার সংস্পর্শে এসেছিল।

তখনকার দিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দস্তুরটা ছিল যে দ্বিতীয় বছরের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপার্টমেন্ট বদল করার একটা সুযোগ দেওয়া হতো।
সেই সময় বেশির ভাগ ছাত্রীরাই ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বদল করে ইলেক্ট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে চলে যেত।
সেই সময়ে চলতি ধারণা ছিল যে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটা মেয়েদের পক্ষে উপযোগী নয়।
আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রথম বর্ষে সাকুল্যে দুটি মাত্র মেয়ে ছিল।
আর তার মধ্যে একটি মেয়ে যখন ইলেক্ট্রনিক্সে চলে গেল তখন তার সবেধন নীলমণি অবস্থা।

তা সেই প্রিয় সহপাঠীর স্মৃতি চারনকে উদ্‌ধৃতি করেই বলি,
" এই প্রতিকূল পরিবেশে সে আমায় সঙ্গে নিয়ে চলল ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের লিভিং লেজেন্ড Dr. শঙ্কর সেনের কাছে advice নিতে।
অতবড় একজন ব্যক্তিত্বের সামনে গিয়ে আমার তো হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার অবস্থা।
তবে আমাদের সেই সহপাঠিনি তো কোনরকমে নিজের সমস্যার কথা বলল। এবং এটাও বলল যে তার ইলেক্ট্রিক্যাল নিয়েই পড়ার ইচ্ছে।
সব শুনে স্যার যেটা বললেন সেটা হলো উনি কিছুতেই মনে করেন না যে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে মেয়েদের কোনো অসুবিধে হতে পারে।
আর উনি কিছুতেই তাকে বলবেন না এই filmsy গ্রাউন্ডে ডিপার্টমেন্ট বদল করার কথা।
তবে সে যদি তার সকল সহপাঠীদের মাঝে একা মেয়ে হিসেবে lonely feel করে সেক্ষেত্রে উনি বিশেষ কোন রকম সাহায্য করতে পারবেন না।
তবে ওনার কাছে সব ছাত্র-ছাত্রীই সমতুল্য। সে যেন নিজের মেরিটে তার সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের জায়গাটা জিতে নেয়।"

বলা বাহুল্য, আমাদের সেই সহপাঠিনি আর ডিপার্টমেন্ট বদল করেনি।
ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েই সে নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা।
আজ আমরা মেয়েদের equal rights ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা শুনে থাকি।
আজ থেকে প্রায় উনচল্লিশ বছর আগে স্যারের কাছ থেকে মেয়েদের আসল right-টা সঠিক যে কি সেটা অবগত হয়েছিলাম।"

আমার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটা মনে পড়ে যায় - নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার...

স্যার শিবপুর বি.ই.কলেজে 1944 সালে ইলেক্ট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং পড়তে প্রথম পা-রাখেন।
তারপর সুদীর্ঘ বেয়াল্লিশ বছর তিনি এই কলেজের ছায়া সুনিবিড় ক্যাম্পাস জীবনে অনেক সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।
স্যারের অন্যান্য সকল কৃতিত্বকে ছোট না করে বলা যায় যে নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি এরকম দায়বদ্ধতার নজির চট করে পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা।
তবে তাঁর এই কৃতিত্বের পালকটি তিনি পড়ে পাওয়া চোদ্দ-আনার মতো রাস্তা ঘাটে কুড়িয়ে পাননি।
জীবনের অনেক cross road-এর মুখে এসে তিনি তাঁর হৃদয়ের শব্দকেই বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন জাগতিক লাভ-লোকসানের হিসেব থেকে।

তাই আজ বি.ই.কলেজের irrespective of all faculties, সমস্ত ছাত্রদের কাছে তিনি একজন লেজেন্ড।

তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে তিনি যখনই তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছেন, আগুপিছু কোনরকম চিন্তা না করেই তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

যে কোন মহাপুরুষের মহাপুরুষ হবার পরের জীবনযাত্রায় আমরা আশ্চর্য্য হয়ে বলে থাকি যে এই সকল মহাপুরুষগণ অতি অবশ্যই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য।
কিন্তু পিছন ফিরে যখন ওনাদের জীবনের dot-গুলো আমরা connect করি তখন দেখতে পাই যে Great men never did different things but they just did it differently.
আর তার ফলে তৎকালীন আমাদের মতো জাগতিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কাছে সেই differently completed কাজগুলোকে মনেহয় যেন এক্কেবারে কালিদাসীয় কর্মকান্ড!

স্যারের জীবনও এই তাত্ত্বিকতার ব্যতিক্রম নয়। তাই দেখতে পাই graduate engineer হবার পর তিনি যখন জীবন পথের বড় একটা মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি বারংবার তাঁর নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সেই সময়ে স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারত সরকারের প্রথম রিসার্চ স্কলার হিসেবে তিনি নিজের কলেজে কাজ করার সুযোগ পান।
আবার সেই সঙ্গেই তাঁর হাতে সুযোগ ছিল সদ্যজাত DVC'র Asst. Engineer হিসেবে যোগদান করার।
SIlver tonic হিসেবে DVC-র প্রস্তাব অনেক বেশি সুস্বাদু।
কিন্তু DVC-তো জানত না তাদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করার ভার যাঁর ওপর তাঁর নাম তো শঙ্কর কুমার সেন!

ওপার বাংলার বিক্রমপুর জেলার সোনারং গ্রামে যাঁর পারিবারিক শিকড়, তিনি তো একটু ব্যতিক্রমী হবেনই।
আমার পিতামহকে হামেশাই বলতে শুনেছি যে বিক্রমপুর নিবাসীরা অসম্ভব প্রতিভাশীল হন।
যদিও আমার পিতামহ ময়মনসিং জেলা নিবাসী ছিলেন।

স্যারের well wisher আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা যখন এক প্রকার নিশ্চিতই ছিলেন যে DVC-র প্রস্তাবটাই স্যারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তখন সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে তিনি নিজের মাতৃসম প্রাণের চেয়ে প্রিয় কলেজেই রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগদান করলেন প্রায় অর্ধ সম্মান দক্ষিণায়!

ব্যস, স্যারের সকল শুভানুধ্যায়ী ধরেই নিয়েছিলেন একটা বড় ভুল করলেন তিনি।
কিন্তু কনিষ্ঠতম পুত্রের এই বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের ফিজিক্সের প্রোফেসর পিতৃদেব প্রমোদ চন্দ্র সেন।

জীবনে আরও একবার হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তিনি।
বিলেত থেকে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে ফিরে এসে স্যারের কাছে IIT খড়গপুরে যোগদান করার সুযোগ এসেছিল।
কিন্তু তিনি এবারও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের ঘরেই ফিরে এসেছিলেন তিনি।

পরপর দুবার দুটো বড় ধরনের decision-এর জন্যই আমরা আমাদের কলেজে পেয়েছি স্যারের মতো এক ব্যক্তিত্বকে যাঁকে নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই।

শুধু একটাই দুঃখ থেকে গেল যে আনন্দবাজার পত্রিকার তাঁর দেহবসানের প্রতিবেদনে বি.ই.কলেজের নামটিই উল্লেখিত হলো না।
বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর মৃত্যু একজন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলরের জীবনাবসান হিসেবেই জ্ঞাত হয়ে থাকল।
অথচ 1944 সাল থেকে 1986 সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ 42 বছর স্যারের সঙ্গে বি.ই.কলেজ নাড়ির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

কম-বেশী দীর্ঘ বেয়াল্লিশ বছরের বি.ই.কলেজের ক্যাম্পাস life কাটিয়ে তিনি যখন যাদবপুরে relocated হলেন, তখন আমি নিশ্চিত যে তাঁর বি.ই.কলেজের সমস্ত প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র, সহ কর্মী - commercial, technical, lab assistant, class IV স্টাফসহ আবলবৃদ্ধ বনিতার আত্মীয় বিচ্ছেদের মতো অবস্থা হয়েছিল।
আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান বলব যে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করতে হয়নি।
ডক্টর শঙ্কর সেন আর বি.ই.কলেজ যেন সমোচ্চারিত শব্দগুচ্ছ হিসেবে বিবেচিত হতো।

আমরা যারা ওনাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম তারা দুদিক দিয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি।
এক, ওনার শিক্ষকতার মাধুর্য আর ওনার হিমালয় প্রতিম ব্যক্তিত্ব আমাদের আপাত নীরস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

(২)

অসম্ভব নিয়মানুবর্তি ছিলেন তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রে।
সময়ের সঠিক মূল্য না বুঝলে কর্মযোগী হওয়া অসম্ভব বলেই আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত ধারণা।
ঘড়ি ধরে ক্লাসে আসতেন তিনি।
আমার সেই সহপাঠীর স্মৃতিচারন - প্রথম দিন স্যার ঘড়ি মিলিয়ে আমাদের ক্লাসে এসে দ্বিতীয় দিন বলে দিলেন যে যারা সময় মতো তাঁর ক্লাসে আসতে পারবে না, তারা যেন কেউ ওনার ক্লাসে না আসে।
তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমাদের মতন late লতিফ ছাত্ররাও স্যারের প্রবেশের আগেই আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হতাম।"

অন্য কোনো ক্লাস bunk করলেও ওনার ক্লাস কাটার চিন্তা - এক্কেবারে নৈব নৈব চ!
আর প্রক্সি?
আমার তো মনেহয় না ওনার ক্লাসে প্রক্সি দেবার মতো কোন হিরো আমাদের সময় তো বটেই তার আগে বা পরে বিক্কলেজে প্রবেশ করেছিল কিনা!

উনি বলতেন তোমরা পড়াশোনা করতে এসেছ মন দিয়ে পড়াশোনা কর, আমি তোমাদের মাথায় করে রাখব। কিন্তু ডিপার্টমেন্টে কোনরকম রাজনীতি চলবে না।

আমাদের সময় সেমিস্টার সিস্টেম ছিল না।
তাই বাৎসরিক time table-টা পাবার পর আমরা সবাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে দেখে নিতাম সপ্তাহের কটা দিনে প্রথম ক্লাসটায় আর লাঞ্চ ব্রেকের ঠিক পরের ক্লাসটায় Dr. Sen-এর নাম আছে!

সে কটা দিন সকালে ব্রেক ফাস্ট হোক বা না হোক, SSS (Shit, Shine & Shower) complete হোক বা না হোক, লাঞ্চ হোক বা না হোক, আমরা অর্ধভুক্ত পাউরুটি চিবোতে চিবোতে, মেসে অর্ধভুক্ত লাঞ্চের থালা ফেলে ছুটতাম স্যারের আগে ক্লাসে প্রবেশ করার জন্য!
সে এক অদৃষ্টপূর্ব, অচিন্ত্যনীয় rat race!!

অবশ্য উনি নিজের late tolerance-এর জন্য ঠিক দু-মিনিট ধার্য করেছিলেন।
বলে দিয়েছিলেন উনি যদি দু-মিনিটের মধ্যে ক্লাসে না আসেন তবে আমরা যেন ওনার জন্য অপেক্ষা না করে ক্লাস ছেড়ে চলে যাই।
একবার তো দেখা গেল দুমিনিট পরে বেরোতে গিয়ে আমাদের এক বন্ধু দেখতে পেল notice board-এ স্যার অনেক আগেই লিখে রেখে দিয়েছেন - There is no class today!

স্যারকে catch on the wrong foot-এ ধরবার পুরো সুযোগটাই স্যার পুরে মিট্টিমে গিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার এখন যেন মনেহয় যে সেই সময়ের অলস আবাসিক ছাত্ররা যাতে সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে যাবার অভ্যাসটা না ভুলে যায় আর লাঞ্চ ব্রেকের পর তারা যাতে ক্লাসে ফিরে আসে, তার জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের শেষ তিনটি বর্ষের বেশ কয়েকটা সাত সকালের আর পোস্ট লাঞ্চ ক্লাসে স্যারের নামে দেওয়া থাকত!

প্রফেসর প্রমোদ চন্দ্র সেনের কর্মক্ষেত্রে কর্মবীর সন্তান শঙ্কর কুমার সেন ওরফে নেপু খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির ছিলেন।
কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের "রাঙাদা", "রাঙামামা" তাঁর ভাই-বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ছিলেন।
হায়দ্রাবাদ নিবাসী স্যারের আদরের ভাগ্নে সব্যসাচী ওরফে গগি হচ্ছে স্যারের ছোট বোন খুকুর একমাত্র সন্তান।
গগির ভাষায় রাঙা মামা আর বুলুমাসী মামাবাড়িতে বা তাদের বাড়িতে আসা মানেই হচ্ছে আনন্দের উৎসব শুরু হয়ে যাওয়া।

মায়ের সাথে পরিচয় থাকার ফলে স্যার রাঙামামা হলেও রাঙামামী বুলুমাসী হিসেবেই থেকে গেছিলেন।
সত্যেন দত্ত রোডের বাড়ি অথবা বি.ই.কলেজে ওনাদের কোয়ার্টাসে - সর্বস্থানেই রাঙামামার উপস্থিতি যেন "বসন্ত এসে গেছে" অবস্থা।
গগির কাছেই শুনেছি খুব ভাল স্পোর্টস পারসন ছিলেন তিনি।
ক্রিকেট-টা ভালই খেলতেন রাঙামামা।
খুব প্রাকটিক্যাল জোক করতে ভালবাসতেন তিনি। কারুর পেছনে লাগতে পারতেন তিনি। সাঙ্গ-পাঙ্গ জুটিয়ে বাড়ির গম্ভীরমুখি জনগনের সঙ্গে মস্করা করতে ভাল লাগতেন।
হ্যাঁ, আমিও ডক্টর সেনের এই পরিচয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম বলা যায়।
কেননা, বিক্কলেজে পড়া কোন ছাত্র-ছাত্রী তো কখনই রাম গরুরের ছানা হতে পারেনা।
কারন কোর্স কারিকুলামে তো সেটা নেই!!

(৩)

স্মৃতিচারন করতে করতে সব্যসাচী বললেন,"একবার আমরা মামাবাড়ি থেকে দল বেঁধে সবাই মিলে কোন এক war ship দেখতে চলেছি। আমাদের এক মেসোমশাই সেই ship-এ কাজ করেন। রাঙামামা আমাকে বলে রাখলেন দেখ গগি, বাসে উঠে আমি তোকে জিজ্ঞেস করব যে গগি তুই কোথায় যাচ্ছিস? তুই জোরে জোরে বলে উঠবি রাঙামামা, রাঙামামা আমরা তো যুদ্ধ জাহাজ দেখতে যাচ্ছি। তখন দেখবি বাসের লোকজন আমাদের দিকে কিরকম সম্মানের সঙ্গে তাকাবে!"

এক্কেবারে নির্মল শিশুসুলভ আনন্দ করতে ভালবাসতেন তিনি।

তা এই ছিল স্যারের lighter side-এর পরিচয়।

চাকরি নিয়ে বাংলার বাইরে চলে যাবার পর একবার কলেজে দেখা হয়েছিল।
জিজ্ঞেস করেছিলেন,"কি করছ?"
আহমেদনগরে আছি শুনে একটু confused হয়ে গেছিলেন।
ভেবেছিলেন আহমেদপুর। ওখানে তো চিনির কল আছে বোধহয়।
পরে ভুলটা ভাঙাতেই হাঃ হাঃ নির্মল হাসিতে ভরে গেছিল ওনার মুখ।
তারপর দু-চারবার যে দেখা হয়নি তা নয়।
সব্যসাচীর বাবার মৃত্যুর শ্রাদ্ধ বাসরে দেখা হবার পর সস্ত্রীক প্রণাম করতেই "না..না" করে উঠে ছিলেন।
প্রণাম নিতে খুবই আপত্তি ছিল তাঁর।
এটা শুধু ছাত্রদের ক্ষেত্রেই যে প্রযোজ্য ছিল তা মোটেই নয়। আত্মীয়-স্বজন সর্ব ক্ষেত্রেই একই নিয়ম বলবৎ ছিল বলা যেতে পারে।

নিজের ছোট বোন খুকুর খুবই প্রিয় ছিলেন তাঁর "রাঙাদা"।
বোনকে মাঝে-মাঝেই খেপাতেন,"তুই তো বুড়ি হয়ে গেছিস" বলে।
মাসীমাও আজ কয়েক বছর শয্যাশায়ী।
সব্যসাচী তার মাকে তাঁর প্রিয় রাঙাদার মৃত্যু সংবাদ জানতে সাহস পায়নি।
তাই তাঁর মনে তাঁর রাঙাদা আজও তরুণ যুবক মাত্র!

গতবার কলকাতা যাবার সময় সব্যসাচীর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে হাজির হলাম স্যারের সাথে দেখা করব বলে।
অফিসের কাজে সতত ঘূর্ণায়মান নিজের সময় বের করতে করতেই হায়দ্রাবাদ ফেরার সময় চলে আসছিল।
বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যে contact করব সেই সময়ও নেই।
হাতের কাছে পৃথ্বীশকে নিয়ে পাড়ি দিলাম ওনার গল্ফ গ্রীনের বাড়িতে ওনার সাথে দেখা করতে।

সেই ঘন্টা দু-আড়াইয়ের "শেষ সাক্ষাৎকার" আজও আমাদের মণি কোঠায় উজ্জ্বল।
নব্বই উত্তর কোনো মানুষের স্মৃতি যে এত সতেজ হতে পারে এটা আমার ধারনায় ছিলনা।

উনি এখনও সৌর শক্তি নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক। সরকারি আইনকানুন সম্পর্কিত অনেক কথা বলছিলেন।
অবাক হয়ে দেখছিলাম ওনার স্বচ্ছ ধারণার রামধনুর রং!

কথার পিঠে কথা নিয়ে চলল পুরোনো দিনের কত কথা।
শিবপুর, যাদবপুর, জ্যোতিবাবু, নুরুল হাসান, ত্রিগুনা সেন, তরুণ গগৈ, বিদ্যুৎমন্ত্রীত্বের জীবন.... এরকম কত কথা।

রাজ্যের সর্বস্তরের ইন্জিনিয়ারদের সেই বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত স্ট্রাইকের সময় জ্যোতিবাবুর উক্তি,"সবাই তো আপনারই ছাত্র। আপনিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরান।"

জ্যোতিবাবু এই জন্যই নেতৃস্থানীয়।
সঠিক কাজের জন্য সঠিক resource-কে কাজে লাগিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎমন্ত্রী ডক্টর সেনকে বিদ্যুতমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে তার কুখ্যাত আলোহীন দিনের জগৎ থেকে আবার উজালার জগতে ফিরিয়ে আনার জন্য।
আর সেই কাজ স্যার সঠিক করতে পেরেছিলেন কি পারেননি সেটা তো ইতিহাস বলবে।

এই achievement-এর ব্যাপারে স্যার অত্যন্ত modest.
তাঁর মতে তিনি কিছুই করেননি।
তিনি শুধু প্রতিদিন রাজ্যের প্রত্যেকটা প্লান্টের একটা coordination মিটিং চালু করে review system implement করেছিলেন।
আর এই ব্যাপারে উনি ওনার একজন "আইডলের" নাম করেছিলেন।
ওনার কাছ থেকেই স্যার এই review system-টার প্রেমে পড়ে গেছিলেন।
এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের Ex-WBSEB ভামবীর কল্যাণের স্মৃতি চারন আমায় মনে করিয়ে দেয় যে হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ ভবনে হাল হকিকত জানতে চলে আসতেন তিনি।
প্রত্যেকের সাথে ফিডব্যাক নিতেন।
কল্যাণকে রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশনের প্রোগ্রেস নিয়ে কথা বলতেন।
ছাত্র তখন পুত্রমিত্রের মত ছাত্রমিত্র পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
তাই মন দিয়ে শুনতেন ওর কথা।
এতদিন কলেজে ওনার কথাই ছাত্র শুনে এসেছে। এবার উনি ছাত্রের কথা শুনে চলেছেন।
এখানেই গুরুর success. উপযুক্ত শিষ্য তৈরির যে কাজে নিজেকে এতদিন নিয়োজিত রেখেছিলেন সেদিন তার ফল দেখতে পেয়েছিলেন।

শুনেছি লোকাল ট্রেনে ধরে চলে যেতেন পাওয়ার প্ল্যান্টে সারপ্রাইজ ভিজিটে।

আমার তো মনেহয় উনি যতই ভদ্রতার খাতিরে পশ্চিমবঙ্গের সেই ভয়াবহ অন্ধকার সময়ের অবসান ঘটানোর কান্ডারী হিসেবে নিজেকে কৃতিত্বকে আমল না দেওয়াটা আসলে বোধহয় ওনার বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাত্র।

Right man on the job-এর জন্য তিনি সকল সিনিয়র-জুনিয়রদের হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন।
হাইলি specialised দপ্তরের মন্ত্রীত্বের পদে যে সকল রাজনৈতিক নেতারা ধারাবাহিক ভাবে নিয়োজিত হন, সেই সকল দপ্তরের কর্মযোগীরা চিরকাল দেখে এসেছেন তাঁদের মধ্যে এতকাল প্রায় শতকরা একশ ভাগই অকর্মণ্য মাত্র।
ডক্টর শঙ্কর সেন বিদ্যুৎমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করায় এই বেনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ছিলেন জ্যোতিবাবু।
বাস্তুঘুঘু beaurocrats আর অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের গাঁটছড়া আমাদের দেশে অভিসম্পাতের খাঁড়ার মতন ঝুলে থাকে।

Technocrat Dr.Sen যখন পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব নিলেন তখন রাজ্য তথা সমস্ত দেশের ইঞ্জিনিয়ার জনগণ, সিনিয়র থেকে জুনিয়র সবাই একত্রে করজোড়ে পরমেশ্বরের কাছে অনুরোধ জানিয়ে ছিল Dr. Sen-এর success-এর জন্য।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সকল operational heads-রা জীবনে এই প্রথম বোধহয় সেই দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে নিজেদের ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তবে দু-পর্যায়ে দু-বার বিদ্যুৎ মন্ত্রীত্বের দায়িত্বে থাকা Dr. Sen-এর এই রাজনৈতিক জীবনের কর্মমুখর কর্মক্ষেত্রটা মোটেই bed of roses ছিল না।
জ্যোতিবাবুকে তিনি একটাই শর্ত দিয়েছিলেন কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে।
জ্যোতিবাবু already Dr. Sen-কে চিনে ফেলেছেন। কাজেই আপত্তি করেননি।
কিন্তু বাঁশের থেকে তো কঞ্চির দরই বেশি!
নাম না করেই বলেছেন কাজ না করতে দেবার প্রচেষ্টা কঞ্চিরা ক্রমাগত ভাবেই করে গেছে।
তাই নিজের সম্মান নিয়ে তিনি নিজেই সরে এসেছেন।
তবে বসে থাকেননি।
তাই তরুণ গগৈবাবু যখন বলেছিলেন,"শঙ্করবাবু, মনে রাখবেন আপনি কিন্তু অসমের জামাই। আপনাকে কিন্তু আমাদের সাহায্য করতেই হবে।"
গগৈবাবুর এত আন্তরিক আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি।
ছুটে গেছেন গৌহাটিতে তাঁদের সাহায্য করতে।
গেছেন সিকিমে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে।
কর্মবীর Dr. Sen প্রথাগত কাজ থেকে বিরত হলেও কর্ম থেকে বিরত হননি।

তাই গতমাসে পৃথ্বীশের সঙ্গে কথা বলার সময়ে উনি সোলার পাওয়ার ইনস্টল করার খুঁটিনাটিগুলো জানতে চাইছিলেন।
চেয়েছিলেন ওনাদের হাউসিং সোসাইটির মতো ওনার গল্ফ গ্রীনের হাউসিং কম্পপ্লেক্সেও সোলার পাওয়ার বসাবেন।
এই বয়সেও চিন্তা শক্তির এত স্বচ্ছতা আমি আগে কখনও দেখিনি।

(৪)

স্যার আমার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কেও খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।
আমি যখন বললাম যে আজ এই উনচল্লিশ বছর পরেও ওনার লেখা বইয়ের পাতায় লেখা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের থিওরি দিয়ে তৈরি ট্রান্সফর্মার নিয়েই আমার কর্মক্ষেত্র।
শুনে খুশি হলেন কিনা বুঝতে পারলাম না।
তবে যখন বললাম যে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সব মোটা মোটা বইগুলো সব এই যাযাবর জীবনে হয় হারিয়ে গেছে নয় দান করে দিয়েছি কিন্তু ওনার বইটা আজও আমার সংগ্রহে আছে, তখন উনি বলেই ফেললেন যে সেটা তোমার মডেস্টি!

উনি ওনার মতামত জানালেও আমি কথাটা মানতে রাজি ছিলাম না।
আমার মতে ওটা ছিল ওনার মডেস্টি।

ছাত্র জীবন থেকেই বামপন্থী চিন্তা ধারায় আস্থা রেখেছিলেন।
পিতৃদেব প্রমোদ চন্দ্র সেন হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন।
পরিবারের সকল সদস্যকে হিন্দুধর্ম মহাসভার মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টায় সফল হলেও উনি কিন্তু ওনার কনিষ্ঠ সন্তানের ক্ষেত্রে বিফল হয়ে ছিলেন।
মজা হতো ভোটের সময়।
বাবার অজান্তে ঠাকুমাকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে ভোটের বুথে নিয়ে গিয়ে বামপন্থী প্রার্থীকে ভোট দেবার জন্য ইনফ্লুয়েন্স করতেন।

স্যারের সম্পর্কে কিছু লেখার উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নই।

স্যারের মৃত্যুতে প্রচন্ড নস্টালজিক হয়ে from the top of my mind-এ যা উঠে এসেছে তাকেই অক্ষরে রূপান্তরিত করলাম মাত্র। এক প্রিয় বন্ধুর আন্তরিক অনুরোধে।
সে নিজেও স্যারের একজন স্নেহধন্য ছাত্র ছিল বটে।
তার কোনও এক university-র জন্য প্রয়োজনীয় recommendation letter তার সামনে বসে লিখে তার হাতে খামে ভরে দিয়ে দিয়েছিলেন পাছে কলেজের গড্ডালিকা প্রবাহের সিস্টেমে সেই চিঠি সময়মতো university-তে না পৌঁছয় এই চিন্তায়।
বলে ছিলেন,"আজকেই নিজে হাতে করে পোস্ট অফিসে গিয়ে পোষ্ট করে এস।"
ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটাই concerned ছিলেন তিনি।
ছাত্র হিসেবে এ এক বিরাট প্রাপ্তি।

(৫)

যে বুড়ো ভামের অনুরোধে এতগুলো অক্ষর লিখলাম তার স্মৃতি চারনকে উদ্‌ধৃত করে এই অপাংতেয় লেখাটায় দাঁড়ি টানি।

জীবনে পড়াশোনাটাকে অতি উচ্চস্থানে বসিয়ে ছিলেন তিনি।
ছাত্রণায়াং অধ্যানায়ং তপঃ - এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।
তাই ওনার ক্লাসটেস্টগুলোও equally important ছিল।
কেউ সে পরীক্ষাগুলো না দিলে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তেন।

একবার এক ভাম ক্লাস টেস্ট bunk করে স্যারকে retest নেবার জন্য বলতে গেছিল।
তার excuse ছিল যে সে সারা রাত্রি পড়াশোনা করে সকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

স্যার তার পরীক্ষা না দেবার কু-যুক্তি শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন পড়াশোনাটা একশ মিটার দৌড়ান নয়। এটা একটা ম্যারাথন।
প্রতিনিয়ত তার সাথে যুক্ত থাকতে হয়।
আমার কাছে এইসব excuse নিয়ে আর কখনও এসো না।
Period.

আর একটা ঘটনা।

ক্লাসে একটা project দিয়েছিলেন তিনি। Transformer Design করতে হবে।
তিনি রোল নং অনুযায়ী সবাইকে এক-একটা রেটিং দিয়েছিলেন তিনি।

তা আমার সবাই চোথা-পত্র জোগাড়-টোগার করে কোনরকম ভাবে transformer-টাকে খাড়া করেছিলাম।

মুশকিল হলো আমার এই nagging ভাম বন্ধুটাকে নিয়ে।
সে যে tranformer-টাকে বানালো তার উচ্চতা তিনতলা বাড়িকেও ছাড়িয়ে গেল!
পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম transformer design করে সে সেটা নিয়ে গেল স্যারের কাছে।
স্যারকে সেটা বলতেই তিনি তার design না দেখেই বললেন যে তোমরা তো পাঠ্য পুস্তকের বাইরে কিছু পড়-টর না।
যাও লাইব্রেরিতে গিয়ে কিছু reference বই নাড়াচাড়া করে দেখ!
ভামবন্ধু বলছে no spoon feeding.
নিজের জায়গা নিজেই তৈরি কর।
প্রথমে চেষ্টা কর তারপর আবার এস।

কি অসাধারন গুরু বচন!
শিষ্যের ভেতরের খিদেটাকে বাড়িয়ে তার অনুসন্ধিৎসার আগুনটাকে একটু উস্কে দেওয়া মাত্র।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক রকম যোগের কথা বলেছেন।
জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তের জন্য ভক্তিযোগ, সন্ন্যাসীর জন্য সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানীর জন্য ধ্যানযোগ,
তাত্বিকদের জন্য সাংখ্য যোগ ইত্যাদি অনেক প্রকার যোগ।
তবে বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হচ্ছে কর্মযোগ।
কর্মযোগকে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকার যোগের ওপরে স্থান দিয়েছেন।

আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন "মনোযোগ"-এর কথা।

কর্মযোগ আর মনোযোগের synchronisation-এই মহাপুরুষের সৃষ্টি হয় বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।
আর এই দুটো rare গুণের সমন্বয় আমরা যে আমাদের অতি প্রিয় শিক্ষাগুরুর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম সে বিষয়ে আশা করি কারুর দ্বিমত নেই।

শঙ্কর জেঠু

Debanjan Ray | 1985 EE

শঙ্কর সেন, মানে আমি যাকে ছোটোবেলা থেকে বলে আসতাম শঙ্কর জেঠু, তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। চলে গেলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। আজ তাকে নিয়েই দু চার কথা লেখা। ছোটো ছোটো দু চারটে স্মৃতির রোমন্থন।

খুব কাছের থেকে তাকে কি দেখেছি? তা ঠিক নয়। তার প্রতি আমার যে অনুভূতি ছিলো তাকে বলা যায় ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা। তার সম্বন্ধে আমার বাবা ধ্রুবনাথ রায়-এর কাছ থেকে যা শুনে থাকতাম তাতে আমার সব সময়ে মনে হতো আমাদের বি ই কলেজের যদি কোনো মর্যাদা ও ঐতিহ্য বজায় থেকে থাকে তাহলে তার বুনিয়াদ হচ্ছে উচ্চমানের শিক্ষকতা। আর এই উচ্চমানের শিক্ষকের যদি তালিকা তৈরী করা যায় তবে তার উচ্চাসনে বসে থাকবেন প্রফেসর শঙ্কর সেন, যাকে নিয়ে আমাদের প্রিয় বি. ই. কলেজ গর্ব অনুভব করেছে এবং করে থাকবে বহুদিন।

আমার বাবা ছিলেন শঙ্কর জেঠুর খুব কাছের মানুষ। শিক্ষাসূত্রে আমার বাবা ইলেক্ট্রিকালের সকল ছাত্রদেরকে হিট পাওয়ার পড়াতেন। পড়ানো শেষ করে বাবা নিয়মত শঙ্কর জেঠুর ঘরে দেখা করে যেতেন। চলতো নানা বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা। বেশিরভাগই পড়াশুনোর ব্যাপারে। বলতেন ওরকম মানুষ আর হয় না।

জীবনে বোধহয় কখোনোই দ্বিতীয় হন নি কোনো পরীক্ষায় শঙ্কর সেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবতঃ ইলেক্ট্রিকালে এখোনো তার তৈরী করা রেকর্ড মার্ক্স কেউ ভাঙ্গতে পারে নি।

বি. ই. কলেজের অনুপ্রবেশ পরীক্ষায় যখন মোটামুটিই ভালোই সফলতা এলো, তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম – কোন বিভাগ নিয়ে পড়া উচিত। বাবা নিজে বহু বছর মেকানিকালে অধ্যাপনা করেছেন, তাই ধারণা হোলো বলবেন মেকানিকালই পড়ো, যাতে করে তিনি নিজে ছেলেকে কিছু সাহায্য করতে পারবেন। ওমা, বললেন – দেখি, শঙ্করদাকে জিজ্ঞেস করে। তারপর এসে বললেন – ইলেক্ট্রিকালেই ভর্তি হও। ব্যাস, হয়ে গেলাম ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার।

কলেজে ভর্তি হয়ে বাবা আমাকে সতর্ক করলেন। শঙ্করদার ক্লাস যদি হয় প্রথম পিরিয়ড তাহলে দশ মিনিট আগে ক্লাসে যাবে, নাহলে ঢুকতে পারবে না। আর ক্লাস মিস করলে নিজেরই ক্ষতি। ক্লাসে পৌঁছে দেখতাম পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসের বাইরে শঙ্কর জেঠু দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়াল ঘড়ির তলায়। ঠিক আটটা বাজলো। ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই সামনে পেছনে দুটো দরজাই বন্ধ করে দিতেন ভিতর থেকে। প্রথম বেশ কিছুক্ষণ বোর্ডে চক ডাস্টার নিয়ে লিখে ও এঁকে যেতেন ছবি। আর আমরা নোট নিয়ে নিতাম হু হু করে। তারপর পড়ানো শুরু হোতো। হাতে কোনো ছিলোনো কোনো নোটস । আমরা বলতাম - চোতা । ছিলো ফোটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি। একবার মনে আছে কোনো ইলেক্ট্রিকাল কন্ডাকটারের কন্ডাক্ট্যান্স ভ্যালু লিখছেন বোর্ডে। চার ডেসিমেল অবধি। সমীকরনের পর সমীকরন – অনায়াসে লিখে যাচ্ছেন। এটা কি কোনো মানুষের সম্বন্ধে সম্ভব?

শঙ্কর জেঠুর লেখা একটা বই ছিলো ইলেক্ট্রিকাল মেশিনের উপর। যারা ওই পড়ার চেষ্টা করেছে তারা বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছে এ কি ধরণের উচ্চমানের বই। আমরা বেশিরভাগ ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিলো জ্ঞান আহোরণ নয় – পরীক্ষায় মাল নামানো। আর এর জন্য বাজারে ছিলো নিম্নমানের অনেক বই।

আমাদের ল্যাবোরাটরির এক্সপেরিমেন্ট ছিলো বছরভোর টেনসন। কেননা ল্যাব হওয়ার পরে ৪৮ ঘন্টা সময় থাকতো রিপোর্ট জমা দেওয়ার। এর আর অন্যথা নেই। রিপোর্ট জমা না দিলেই ৫ নং মার্ক্স কাটা । আর আমরা যে সিনিয়ারদের রিপোর্ট - বি ই কলেজের ভাষায় "মাদার" - কপি করে দেবো তার উপায় নেই। কারণ যা রিপোর্ট আমরা জমা দিতাম তা কেউ ফেরত পেতো না – সব কৃষ্ণগহবরে। আমরা অন্যান্য বিভাগ – মানে সিভিল, মেকানিকাল, ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদিতে দেখতাম কি স্বাধীনতা। সারা বছর ঘুমাও। আর বছরের শেষে কয়েক রাত জেগে সব রিপোর্ট জমা দিয়ে দাও। আমাদের ইলেক্ট্রিকালের এই মিলিটারী অনুশাসনের পিছনে ছিলেন একটিই লোক – তিনি শঙ্কর সেন।

ল্যাবের একটি ছোট্ট ঘটনা। শোনা কথা। চাক্ষুস নয়। সুতরাং হয়তো খানিকটা অতিরঞ্জিত। আমাদের ক্লাসের ইন্দ্রনীল ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করছে মেগার নিয়ে। মেগার হচ্ছে ছোট্ট এক যন্ত্র যা দিয়ে কোনো তারের ইনসুলেশন রেসিস্ট্যান্স মাপে। একটা হাত দিয়ে ঘোরানো যন্ত্র যা দিয়ে উচ্চ ভোলটেজ (মেগা ভোল্ট) তৈরী হয় যা বেরিয়ে আসে দুটো তারের মধ্যে। তারের একটা প্রান্ত লাগানোর কথা ছোলা তারের কপারের উপর, আরেকটা প্রান্ত তারের ইনসুলেশনের উপর। এদিকে ইন্দ্রনীলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগলো। সতীর্থদের বললো, আয়, আমার হৃদয়ের রেসিস্ট্যান্স মেপে ফেল। ব্যাস, যেই কথা তেমনি কাজ। তারের এক প্রান্ত বুকের বাঁ দিকে হৃদপিণ্ডের সামনে, আরেকটা প্রান্ত পিঠের দিকে। আরেক ল্যাব পার্টনার খুব উৎসাহে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলো মেগারের কান। দুম করে শব্দ করে ইন্দ্রনীল ভূপতিত হোলো। তখন সব উৎসাহ ভয়ে পরিণত হয়েছে। উর্ধশ্বাসে ছেলেরা ছুটলো শঙ্কর সেনের কাছে যিনি আমাদের ইলেক্ট্রিকালের হেড। শঙ্কর জেঠু এসে সবিস্তারে শুনে বললেন কে মেপেছে হৃদয়ের রেসিস্ট্যান্স? যে অপরাধী সে একটু আমতা আমতা করতেই সপাটে এক চড় । ইন্দ্রনীলের পাশে পড়ে গেলো আরেক উইকেট।

এরপর জেঠুর সঙ্গে দেখা হোলো আমাদের ৮৫ সাল ব্যাচের শৌভনিকের বিয়েতে। শিবপুরের ব্যাতাইতলায় বিয়েবাড়ী । তখন জেঠু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী। একথা সেকথার পর খাওয়া দাওয়া সেরে বাস-ট্যাক্সি ধরবো বলে হাঁটা দিয়েছি ব্যাতাইতলার মোড়ে আসবো বলে। দেখি জেঠুও আমার সঙ্গ নিলেন। আমি অবাক চোখে বললাম, সেকি? আপনি তো এখন মন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন! আপনার গাড়ী কই? বললেন, "এখন তো আমি অফিসের ডিউটিতে নেই। অফিসে থেকে বাড়ী গিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি। তারপর বাস ধরে এখানে এসেছি। দেখি, রাত্তির হয়েছে। ৫৫ নং বাস পাওয়া যাবে কিনা। না পেলে, ট্যাক্সি নেবো।" । এইরকম মানুষ কি আজকালকার রাজনৈতিক মহলে পাওয়া যাবে?

এক দৃঢ়চেতা, সোজা বুক চিতিয়ে হাঁটা, আত্মবিশ্বাসী, অসাধারণ পান্ডিত্যপূর্ণ, শিক্ষাগতভাবে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন যার কোনোদিনো স্থানপূরণ হবে না।

A Student's Tribute

Prof Bimal Bose | 1956 EE

I am Prof. Bimal Bose (1956 EE) from the University of Tennessee, Knoxville. I have long memories with Sankar-da.

I was a student of Dr. Sen (1948) in the final year (1955), and he taught us electrical machines. Then, for 11 years (1960-1971), I was his colleague in EE Dept. where I was teaching industrial electronics and circuit theory. Coming from London Imperial College with Ph.D. degree, Dr. Sen was quite an important person in BEC. He used to love the students very much (including me), and there are many good memories. However, he soon leaned to CPM and major conflict rose with university administration. I had deep respect for him, but I did not support him in politics. To make long story short, I decided to leave BEC in 1971 for USA when BEC was in turmoil in the 1970's.

Dr. Sen had a deep sympathy with poor people. When Kalipada (Bearer in the Dept.) died, he cried. May his soul rest in peace.

Dr. Sen's letter to the 1982 batch for their Re-union which he was unable to attend...

Courtesy Amitabh Dutta | 1982 EE

Prof. S. K. Sen
BE , Ph.D.(LOND.) DIC(LOND.) , FIE, FNAE,
Fellow,Imperial College,London; D.Sc
Formerly-
- Prof. & Head, E. E., Bengal Engg. College, Shibpur.
- Vice-Chancellor, Jadavpur University.
- Minister-in-Charge, Power, Science, Technology & Non-conventional Energy Sources, Govt. of West Bengal.
Hony. Member, Sikkim State Planning Commission
Hony. Advisor on Energy to the Chief Minister, Assam.
E-mail : sankarsen.golfgreen@gmail.com

W3R - 3/6,PhaseVII
Golf Green
Kolkata -700095
Telephone: (033)2413-7754

Some thoughts from Dr. Sankar Kumar Sen

It is a great pleasure to note that the 1982 batch of Engineering of our great Alma Mater is celebrating their Silver Jubilee year.

It is a great thing in one's life to unite with one's fellow travelers after a lapse of 25 cherisable years with so much to share between.

We all know that our Alma Mater the erstwhile Bengal Engineering College started its journey in the year 1856. The seed that sprouted more than 152 years ago has transformed into a gigantic tree. It has produced a galaxy of eminent Engineers like you who distinguished themselves in the profession all over the world and who contributed themselves in their respective profession.

When I was asked to give a message suiting the occasion of the Silver Jubilee, I was, at once, thrown into a nostalgia from which I am still suffering at my present age of 80-plus, and thought that I'll share with you some thoughts instead of messages of goodwill which I wish always for you, every moment. For information, my batch of '48BEC is celebrating its Golden Jubilee this year.

I had the proud privilege of being an undergraduate student of this college from 1944 to 1948, a Research Fellow under Government of India posted at the same Institution from 1950 to '52 and thereafter a faculty member from 1955 to 1986 before taking over as Vice Chancellor of Jadavpur University – a great privilege of staying in the College campus for about 37 years.

Like you and all others, in the service-life, I also came face to face with numerous challenges and there are moments when I had to take crucial decisions. The first such decision in my life is to reject the appointment from DVC (its first batch of Engineers) and choose the research line (this too was the first batch of Senior research fellows of Government of India, after the Independence) inspite of the fact that fellowship value is around 50 percent of that of the Asstt.Engineers'. Everybody including my relatives was surprised but I had my moments of joy when my father, a renowned Professor of Physics at that time supported my decision. I fervently believed that most important requirement for a newly independent country is to develop its human resources, that one of our aim should be to get involved in research and training to make the country self-reliant, and that our future generation can easily take up the challenges of building India if they are set on the right path of knowledge and values.

It is this faith in one's own self and courage to face any challenge became the beacon light in my life and things became easier when I was offered a teacher's job at my alma mater. Here again, a very important decision I had to take after return from UK in refusing a job at the IIT, Kharagpur and respond to the call from my dear college.

Mind you, a teachers and researchers' job (if you look this way) could be a tremendous challenge because you are to prove yourself each and every moment before the batch after batch of new aspiring students. One had to be up to date keeping oneself abreast with the developments, if you wish to satisfy the needs of your students. Further challenge lies in bringing the bottom-half of the students in the Class to the toppers' level.

Yes, Looking back I feel that my choice of profession and work place was correct because it gave me (and my wife) extreme satisfaction in life. All those 37 years of journeying in a beautiful campus in company of students, teachers and supporting staff slowly transformed a boy into manhood teaching him all the time to love the place of work and its inmates. I realised during my research fellowship period that to be a successful teacher, one must never restrict himself within the four walls of his classroom and must participate in all activities of the students, whatever be its form. This is specially so since in my classroom I'll be involved only with a fraction of total student community of the college. It was a joy when I rediscovered Tagore's wonderful lines on Education- that in the learning process there is a bridge between the teacher and the learner, a Bridge of Love, through which knowledge passes **bothways**.

Just after joining, The Centenary Celebration (1956) gave me an opportunity of knowing the present and Ex-students from very close quarters. That started the ball rolling!

It is a long long story full of fun and frolic, joy and satisfaction, **mutual admiration and respect** which are keeping me erect till today.

The story must end here because getting involved with nostalgia may be boredom to others. But I must confess that your contribution to the pleasure and happiness in my life, even today, has been enormous and I bow to thee. Surely, there were moments of unpleasantness and bitterness, but with everything, I am ever grateful in the Honour of Life ("sab niYe dhanya aami praaNera sammane" - a line from Tagore's poem- "yaabaar samaY hal bihan^ger").

You all must be of age- nearing fifty and completed the first lap of your journey of Life. I am sure that you have by now realised that life is nothing but facing challenges one after another- social and cultural challenges and for some-political challenges. Technology is a dynamic commodity, has half-life in every ten years (that is, fifty percent goes to obsolescence in every ten years), and modern development in any area is Technology plus values. My experience tells me that it is always better to face the challenges instead of bypassing the same. Chart your steps during the 2nd lap of 25 years – the lap in which you'll 'retire from active service', have different kinds of responsibilities to your family, friends and neighbours and also to the people. With proper planning, life's journey thro' this lap can be interesting and joyful, and of course challenging. But in this game of life, always remember,

"To be happy in Life, Always focus on the Rainbow, NEVER on the Rain."

I Wish you all very Happy.

Sankar Sen

SORROW THAT SMILES

Hillol Ray | 1973 CE

Sorrow that Smiles
(In Memory of Dr. Sankar K. Sen)
February 8, 2020
By
Hillol Ray

As I drown my eyes today,
On the history pages of our Alma Mater-
I find BEC has been frivolously gifted,
With an Alum, and a Man of Letter!
Our beloved Educationist, Administrator,
And the Minister of Power-
Whose life revolved around a full circle,
With praise and charismatic shower!
"Resistance" and criticism came along,
But he dealt them with a stern voice-
And the nightmares of "Load Shading" disappeared,
To make us fortunate to rejoice!

Honorable BEC Alum, and a competent VC,
In the campus of JU-
Drowned us today in the ocean of sorrow,
That smiles with a rainbow hue!
Let the freedom in your heavenly abode
Allow you to roam around free-
And, we, the disciples on Earth,
Will peruse through the pages of your knowledge tree!
In the crevices of our wretched hearts,
Your uncanny voice will always sing-
And aspire us with your life's lessons,
At, before, during, and after the medias ring!!

"Milestone"
February 8, 2020

Dr Sankar Kumar Sen,
Former Professor of B. E. College, Shibpur;
Former Vice Chancellor of Jadavpur University, Kolkata;
Former Minister-in-charge of Power, Science ; West Bengal Technology, Non-conventional Energy Sources passed away on 8th February 2020. He was instrumental in conversion of B E College to IIEST, revamping of JU and making West Bengal from a power-deficit state to power-surplus state. He inspired students of B E College to serve the society and formed Forum of Scientists, Engineers and Technologists (FOSET). Our student-friendly Sir has donated his body to Institute of Post Graduate Medical Education and Research (PG Hospital) for advancement of medical education. Long live Dr Sen.

Dr. Sankar Sen - Babai

Courtesy Anjan Mukherjee | 1972 ME

During the Naxalite movement in the 70's Babai would sometimes get news of his students losing their lives. His grief was immense and so was Ma's. One such student was Asim Ganguly whom Babai loved a lot. He died in December 1970. Shortly after, Babai wrote an article on the plight of students during those times, lack of jobs and good leadership, dedicated to his favorite student, which was reprinted in 2019 in a commemorative magazine on the 50th anniversary of Asim Ganguly's martyrdom.

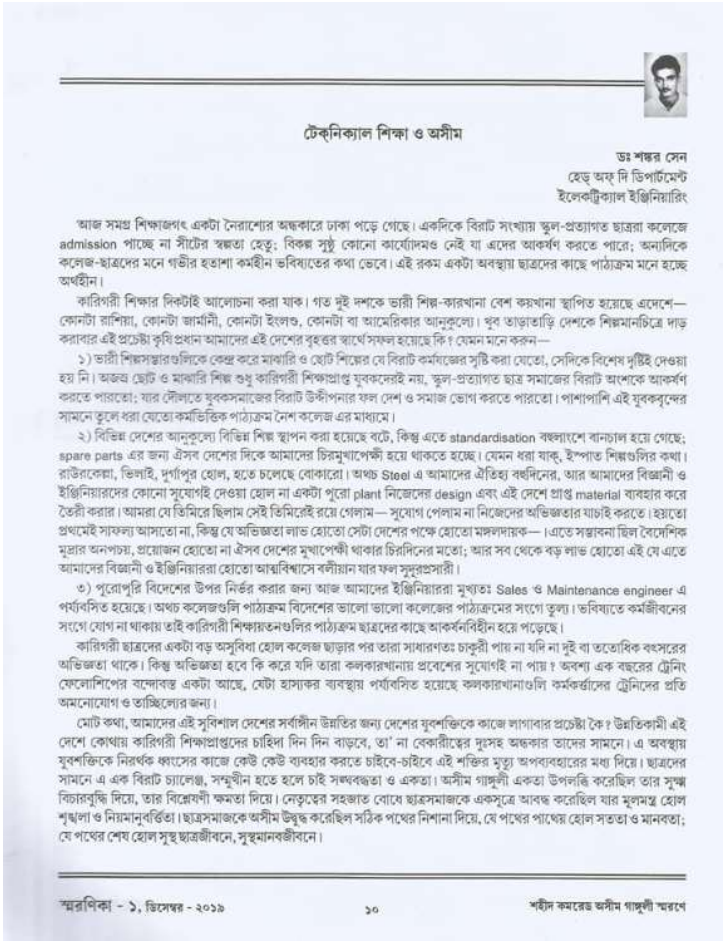

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ও অসীম

ডঃ শঙ্কর সেন
হেড্ অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

'আজ সমগ্র শিক্ষাজগৎ একটা নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। একদিকে বিরাট সংখ্যায় স্কুল-প্রত্যাগত ছাত্ররা কলেজে admission পাচ্ছে না সীটের স্বল্পতা হেতু; বিকল্প সুষ্ঠু কোনো কার্যোদ্যমও নেই যা এদের আকর্ষণ করতে পারে; অন্যদিকে কলেজ-ছাত্রদের মনে গভীর হতাশা কমহীন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এই রকম একটা অবস্থায় ছাত্রদের কাছে পাঠ্যক্রম মনে হচ্ছে অর্থহীন।

কারিগরী শিক্ষার দিকটাই আলোচনা করা যাক। গত দুই দশকে ভারী শিল্প-কারখানা বেশ কয়খানা স্থাপিত হয়েছে এদেশে— কোনটা রাশিয়া, কোনটা জার্মানী, কোনটা ইংলণ্ড, কোনটা বা আমেরিকার আনুকূল্যে। খুব তাড়াতাড়ি দেশকে শিল্পমানচিত্রে দাড় করাবার এই প্রচেষ্টা কৃষি প্রধান আমাদের এই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সফল হয়েছে কি? যেমন মনে করুন—

১) ভারী শিল্পসম্ভারগুলিকে কেন্দ্র করে মাঝারি ও ছোট শিল্পের যে বিরাট কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি করা যেতো, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। অজস্র ছোট ও মাঝারি শিল্প শুধু কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদেরই নয়, স্কুল-প্রত্যাগত ছাত্র সমাজের বিরাট অংশকে আকর্ষণ করতে পারতো; যার দৌলতে যুবকসমাজের বিরাট উদ্দীপনার ফল দেশ ও সমাজ ভোগ করতে পারতো। পাশাপাশি এই যুবকবৃন্দের সামনে তুলে ধরা যেতো কর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম নৈশ কলেজ এর মাধ্যমে।

২) বিভিন্ন দেশের আনুকূল্যে বিভিন্ন শিল্প স্থাপন করা হয়েছে বটে, কিন্তু এতে standardisation বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে গেছে; spare parts এর জন্য ঐসব দেশের দিকে আমাদের চিরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। যেমন ধরা যাক্, ইস্পাত শিল্পগুলির কথা। রাউরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুর হোল, হতে চলেছে বোকারো। অথচ Steel এ আমাদের ঐতিহ্য বহুদিনের, আর আমাদের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের কোনো সুযোগই দেওয়া হোল না একটা পুরো plant নিজেদের design এবং এই দেশে প্রাপ্ত material ব্যবহার করে তৈরী করার। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম— সুযোগ পেলাম না নিজেদের অভিজ্ঞতার যাচাই করতে। হয়তো প্রথমেই সাফল্য আসতো না, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা লাভ হোতো সেটা দেশের পক্ষে হোতো মঙ্গলদায়ক— ।এতে সম্ভাবনা ছিল বৈদেশিক মুদ্রার অনপায়, প্রয়োজন হোতো না ঐসব দেশের মুখাপেক্ষী থাকার চিরদিনের মতো; আর সব থেকে বড় লাভ হোতো এই যে এতে আমাদের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা হোতো আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান যার ফল সুদূরপ্রসারী।

৩) পুরোপুরি বিদেশের উপর নির্ভর করার জন্য আজ আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা মুখ্যতঃ Sales ও Maintenance engineer এ পর্যবসিত হয়েছে। অথচ কলেজগুলি পাঠ্যক্রম বিদেশের ভালো ভালো কলেজের পাঠ্যক্রমের সংগে তুল্য। ভবিষ্যতে কর্মজীবনের সংগে যোগ না থাকায় তাই কারিগরী শিক্ষায়তনগুলির পাঠ্যক্রম ছাত্রদের কাছে আকর্ষনবিহীন হয়ে পড়েছে।

কারিগরী ছাত্রদের একটা বড় অসুবিধা হোল কলেজ ছাড়ার পর তারা সাধারণতঃ চাকুরী পায় না যদি না দুই বা ততোধিক বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হবে কি করে যদি তারা কলকারখানায় প্রবেশের সুযোগই না পায়? অবশ্য এক বছরের ট্রেনিং ফেলোশিপের বন্দোবস্ত একটা আছে, যেটা হাস্যকর ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে কলকারখানাগুলি কর্মকর্তাদের ট্রেনিদের প্রতি অমনোযোগ ও তাচ্ছিল্যের জন্য।

মোট কথা, আমাদের এই সুবিশাল দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা কৈ? উন্নতিকামী এই দেশে কোথায় কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্তদের চাহিদা দিন দিন বাড়বে, তা' না বেকারীত্বের দুঃসহ অন্ধকার তাদের সামনে। এ অবস্থায় যুবশক্তিকে নিরর্থক ধ্বংসের কাজে কেউ কেউ ব্যবহার করতে চাইবে-চাইবে এই শক্তির মৃত্যু অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ছাত্রদের সামনে এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, সম্মুখীন হতে হলে চাই সদ্ভবদ্ধতা ও একতা। অসীম গাঙ্গুলী একতা উপলব্ধি করেছিল তার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি দিয়ে, তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে। নেতৃত্বের সহজাত বোধে ছাত্রসমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল যার মূলমন্ত্র হোল শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। ছাত্রসমাজকে অসীম উদ্বুদ্ধ করেছিল সঠিক পথের নিশানা দিয়ে, যে পথের পাথেয় হোল সততা ও মানবতা; যে পথের শেষ হোল সুস্থ ছাত্রজীবনে, সুস্থমানবজীবনে।

স্মরণিকা - ১, ডিসেম্বর - ২০১৯ ১০ শহীদ কমরেড অসীম গাঙ্গুলী স্মরণে

From The Press

IN MEMORIAM

SIR, Professor Sankar Sen passed away on 8 February at the age of 92. He was an electrical engineer from Bengal Engineering College, Shibpur, and had a brilliant academic career. He was an Emeritus Professor during the 1960s. He also served as the Vice-Chancellor of Jadavpur University. Dr Sen was elected to the Legislative Assembly as a CPI-M candidate in 1991 and 1996. He was the Power minister in the Left Front government led by Jyoti Basu when the entire state, including Kolkata, was reeling under power cuts every day. With his dedicated team, he was able to rescue West Bengal from the overwhelming darkness.

Yours, etc., Samares Bandyopadhyay,
Kolkata, 12 February.

The Statesman, 12th February, 2020

শঙ্কর সেনের জীবনাবসান

—ফাইল চিত্র।

রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন (৯২) প্রয়াত হয়েছেন। শনিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার নার্সিংহোমে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শঙ্করবাবু সিপিএম প্রার্থী হিসেবে দমদম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯১ ও ৯৬ সালে পরপর দু'বার নির্বাচিত হন এবং জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ দফতরের দায়িত্ব পান। রাজ্যে লোডশেডিংয়ের প্রকোপ কমানোর ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। মন্ত্রিত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে খুব যোগাযোগ ছিল না তাঁর। দেহ দান করে গিয়েছেন শঙ্কর সেন।

Ananda Bazar Patrika, 9th February, 2020

Dr. Sankar Sen - In Remembrance

Amitabh Datta | 1970 EE

Dr Sankar Sen, Guru of Electrical Engineering, a superb administrator with a vision, a minister with compassion.

The year was 1969-70. We were in the 5th Year. Classes used to commence from 7 AM. Frequently it used to be seen that a few students sprinting from the hostels towards the college, an exercise book in one hand and in the other, a slice of bread, munching all the way. All of them EE students rushing to enter the classroom before a particular professor would enter. The subject: AC Machines and the teacher, Dr Sankar Sen BE (Cal), PhD (Lond), DIC, MIE, Fellow of the National Academy of Engineers; Professor and HoD of Electrical Engineering. For all of them, reaching Dr Sen's class in time, hearing his lectures and taking notes were de rigueur ; for Sir won't allow any late comer into the class room and none of the students could afford to miss his lectures. In the classroom there used to be only one sound and that was the sound of silence. I was one of his students. Still remember Sir's teaching methods. He would start by drawing the circuit diagrams, vector diagrams and writing the equations on the board and then start teaching, explaining in his unimitable manner. Such was his quality, width and depth of teaching that most of us used to depend more on his lecture notes than on the prescribed text book on the subject.

So deep was the impact of Sir's teachings that after so many years and despite the fact that I could not practice Electrical Engineering while serving the Indian Railways; I still remember a few things Dr Sen taught us. At that time Sir was about 43 years old, somewhat stocky and used to radiate energy and a very strong personality. In summer he used to come in short sleeves and in winter, in full sleeves and most of the days with a half sleeve sweater on and occasionally - a jacket and tie/suit and tie.

When in 1972, I went back to the college for doing ME in Control Systems; I found Dr Sen much more friendly. Many times he had offered me tea in his office. Since I needed a good job very badly; I decided to write the Engineering Services Exam and to prepare for that I effectively dropped out of the ME program. Sir did not like the idea but I was adamant. Anyway, I could crack the exam and joined the Indian Railways. A few years thereafter, one day I was travelling by train to Tatanagar .Sir was in the same compartment. He remembered me and asked "Are you happy now?". I wasn't and told him so. Dr Sen said "But it's too late now." That's the last time I saw him.

A Personal Eulogy For My Teacher - Prof Sankar Sen

Aparup Sengupta | 1987 EE

It was exactly 8 am. There was pin drop silence in the class room. All seated for the first class of Professors Sankar Sen. The 1987 batch of Electrical Engineering knew his strict sense of discipline on attire and attendance. " Many of your parents were my students. I have never allowed late entry in the class room. After the 8th Bell of the Clock Tower, if you are not in my class, turn around and go back. I have never accepted requests of 'may I come-in Sir' for late comers." He said with a mature and firm voice that set the stage for a bunch of free birds in BE College, who just learnt how to break all rules. His class was the exception.

His morning stroll, as he walked to the college building from the Professors quarters in our 100 acre campus, was indeed a spectacular stride of a military style deliberate walk, poised, firm and erect, exuberating an air of composure, and confidence; with a sense of purpose. I personally tried copying such a walk later in my life and quickly realized, that you can only achieve that physical grandeur if your attitude was as organized and orderly as him and a mind that's always rooted in values and principles.

With wonder I had the privilege to learn the intimate performance of an outstanding teacher. The black board that was divided into 3 sections were immaculately used by him. He would erase the one on the left, only after he finished the one on the extreme right. We never had to request him, not to erase, as he gave ample time for copying his lectures into notes. When we copied his board work, he kept quiet. His beaming eyes went all over the room to notice that all pens are down. Once every body copied their work on their note books. He would utter…" So, as you see….." . Where are those thoughtful teachers, who knew, how difficult it was to copy the board work and yet keep listening to lectures simultaneously? Those pauses made by him, were sheer love and affection, as though he was seating as a student in the class room.

I personally went through a severe economic challenge in my life during my college days. I was doing private tuition for my pocket money, I had a swelled-up unpaid mess bill that I was hedging with the proceeds of my National Scholarship that was yet to come. Like a boon I got informally accepted as a commissioned Officer in Indian Navy. It was a phenomenal opportunity – all tuition fees and expenses paid, an annual grant of Rs 5000 per year for incidentals and I could join as an officer in the Navy with all perks of free ration, free home and a very handsome salary and an ability to directly protect our Nation. One day, with much hesitation I followed his stride in the corridors of my department and told about my state of affairs and my new opportunity. He was indeed very pragmatic and inspiring. He said, "the Defence R&D was the best place to work in India, the finest of engineering works at global scale was getting carried out. You should consider". However I didn't join because I was not guaranteed a R&D assignment and my mother sobbed and said "I don't want to lose another son". A one-way ticket to a job, with no option to resign before 25 years (you are not allowed to resign in the armed forces) and a crying mother weighed more that the opportunity of emotional triumph and an immediate economic blanket. I declined. A few months later when I told him, he said, "Opportunities will come and go, make right choices. For now, focus on your studies". I was scared at the beginning but admired how he allowed a 21 year old in taking decision about his life. I was expecting a reprimand. But he stood behind and pushed me to focus on academics instead of my 'more than adequate' involvement in extra-curricular life in the campus.

On a Sunday morning I had a bunch of my class mates show up in my room. We were all swamped with work, assignments, project submissions including a serious assignment from Dr. Sen's Class that was due next Tuesday. They requested me, as I was their elected Class Representative, and they made it a point to tell me that it is my responsibility to get a deferment on the due date from Dr Sen. They all knew it was impossible and a bit under the belt for me. It was like asking for the moon. I was generally weak in my stomach and I started showing symptoms of dysentery with the very thought of making such a request to Dr Sen. Not only will I be denied, I would be taking a lot of scolding for not being disciplined in our work as a cohort.

With trembling feet I took the courage of reaching his quarters. It was the those typical British buildings with high ceilings, a ceiling fan rotating with a deep hum that went well with the personality of the Master in the house. I said "Sir can I spend a few minutes, I need to get your guidance". He looked me and said "Come inside." It was probably his evening tea time. Mrs Sen poured some tea for me and him. I narrated how genuinely, the students felt that with so much of work coming in our way, a deferred date would help and if he would consider this request. I was shivering, my hands were moist and my feet cold. He stared at me. His eyes were bright, beaming with radiance and I could see a slight smile on his lips. " Purbo banglayay tomar babar bari kothai chhilo?" I was taken a back with this question. In a mumbling tone I answered " Sir Dhaka, Bikrampur. With enthusiasm he raised his voice and asked " Kon Gram?", I uttered softly " Bharakar Sir". He opened his spectacles, rubbed his face and head. Then sipped his tea and lit his cigarette. He said "I will extend it by a week and no more". For a moment the man in front of me wasn't an apparently inaccessible, tall professor. He was like a father. I came back and my folks cheered in the customary style "Jio guru" . I laughed, because I couldn't somehow share that fatherly affection, that human being that I just met, the real Guru.

Yesterday night when I was crying at his departure, I felt this lump on my throat and heart. I decided I will express the man behind such a towering personality. Sometimes it is good to carry the badge of pride in your life. A proud designation we have all earned that's beyond our degree certificate. A more legitimate certificate; that says "Professor Sankar Sen's student". That's an instant recognition and today when I look back, it is these people who made us not just engineers. They made us men and women in life. How can I say a goodbye to him? My reverence, gratitude and love for Professor Sen will be BY me and for GOOD. I guess that's the reverse order of the word goodbye.

GUIDELINES FOR PUBLISHING ARTICLES IN ALUMNI LINK

The following guidelines are followed in accepting any write-ups for publication:

1. Please send your comments and relevant information/materials for publication to alumnilink3@gmail.com and write "Alumni Link" in the subject line

2. Comments, observations, and suggestions about any alumni activities and IIEST, Shibpur are welcome.

3. Contribution in the form of stories, poems, sketches, cartoons, travelogues, essays, etc. are highly appreciated.

4. Contents are accepted in English or Bengali.

5. All write-ups (both Bengali and English) should be in MS-Word format (no PDF)

a. Font and size: Adorsholipi (9pt) for Bengali and Verdana (9pt) for English

b. Bengali typing software: Avro Keyboard (in MS Word)

c. Poems/ songs/quotations Font (that are part of the articles, not stand-alone content): Adorsholipi in italics (9pt)

d. Alignment: Justify or aligned with left margin

6. NOTE for Bengali Font:

a. Set the typing parameters before editing/typing. Avro may be associated with some bugs while transforming fonts and it may fail to change the fonts later; please use this caution to avoid retyping.

b. Set font to Adorsholipi and size 9 point before typing starts. Avro uses Vrinda by default.

c. Please refrain from using English words as much as possible in a Bengali write-up and too many such use i.e. inability to translate English to Bengali may lead to rejection of the content.

d. When it is absolutely required to put English fonts in Bengali write-up, please use Verdana 9pt font.

e. Do not use multiple spaces/tabs between words; use default paragraph margins for typing and two spaces at the start of each new sentence. Please do not change the line indents.

f. Save files in .doc (or .docx format. MS Word sometimes fails to retain formatting after closure of document and you are responsible to choose appropriate version (2003 etc.) as long as your formatting is not disrupted when you convert the document to a PDF.

7. Personal and professional accomplishments that you want to share with your fellow alums are encouraged. Please refrain from using this forum to promote personal propaganda or business.

8. Local news, Batch news, event announcements and event/chapter reports are most welcome.

9. If you are looking for help to promote institutional or Alumni interest you may reach out via this forum

10. We solicit any entry that is appropriate for the IIEST (student, faculty and alumni) community.

11. We will publish the write-ups as long as the message does not attack anyone personally and/or contain any apparent political agenda

12. Electronic newsletters are published quarterly. The Alumni Day Edition will have the print version.

13. Please come up with your original article that is not published or available with the same content in the web or print version; Alumni Link is an exchange forum for Alumni and not a "College news".

14. You may submit your articles anytime during the year and if it is associated with any seasonal notion, mention that in the subject when you want to see it published.

15. There will be an 'Opinion' Section where alumni can voice their views for the betterment of the institute and her communities. Alumni are requested to maintain proper decorum and professionalism and not use this as a forum to promote any personal agenda. The Alumni Link Editorial Team reserves the right to exclude/modify the content. Editorial Team would seek permission from the writer if he/she agrees with the changes and the writer would have the option to withdraw the write-up if he/she does not like the changes. There will be a provision to include the e-mail address and/or phone number which is optional. Ideally any Alumni (GAABESU Member/Non-Member), Faculty, Staff or Student can submit his/her opinion. However we do not encourage any Alumni Link Editorial Team Member (and EC Members too) to write in the opinion section as there may be a conflict of interest. Neither GAABESU Executive Committee nor Alumni Link Editorial team is responsible for the opinions expressed in this section.

16. Editorial team reserves the ultimate right to edit/accept/reject any entry.

GAABESU
Global Alumni Association of IIEST, Shibpur